মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর, ২০২৬
ভাদ্র, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৪৩৩ ✪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ব্রহ্ম সনাতন জগদাতীত এবং জগৎময় ব্যাপ্ত		৩
দিব্য প্রজ্ঞার সঞ্চারে ব্রহ্মদর্শন	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
তুমিই জ্ঞান	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৫
শ্রীকৃষ্ণকথা	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৫
নিবেদিতার বিপ্লবী উদ্যোগ	পার্থসারথি বসু	১৫
ঘর তো আছে সবার, ঘরের মালিক ক'জন	মনোজ বাগ	১৮
The Cosmic Mind	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	২১

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্ম সনাতন জগদাতীত এবং জগৎময় ব্যাপ্ত

এই জগৎ এই জীবন সমূহ সবই ভগবানের দান। কেউ বোঝে, মানে; কেউবা বুঝতে পারে না, তাই মানে না। যে জানবে, সে মানবে। জানতে হলে ঐ জানবার পথ দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানকে জানতে হলে ভগবান বিষয়ে কোনও ভাবে আগ্রহ তৈরী হয়ে যায়। আগ্রহ নানা কারণে হতে পারে। যেমনটি হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। কলেজের অধ্যাপক সমাধি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন একজন সাধুর প্রসঙ্গ। নরেন্দ্রনাথ সমূহ তাই গেলেন সমাধিবান সাধু দেখতে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যুবকরা এসেই হয়ে গেলেন তাঁরই। শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসার আবর্তে ডুবে গেলেন যুবকরা। এঁরা খুঁজে পেলেন এমন সোনার মানুষ যিনি শাশ্বত-সনাতন হয়েও নবীন। এমন একজন যিনি ঐ অচিন পাখি-মহাকাশের অসীম মহাশূন্য থেকে এসেছেন এখানে, এই জগতে। এমন জগতে যার প্রতিটি কণার মধ্যে দিব্য স্পর্শ বিদ্যমান।

ঈশা বাস্যম ইদং সর্বং যৎ কিম্ চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্। (ঈশ. উপ.-১)

এই জগৎ প্রপঞ্চে রয়েছে যা কিছু গতিশীল প্রাণবন্ত, যা কিছু গতিশীল প্রাণবন্ত, যা কিছু এই বিশ্বমাঝে সদা রূপান্তরশীল অথবা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনীয়, এসবই ব্রহ্ম সনাতনকে করে প্রতিভাত জীবনের স্বচ্ছন্দ আবেশে এ সবই ঈশ্বরের আশ্রয় আর মূর্ত প্রকাশ। জগতের যা কিছু বস্তু-সম্পদ ঐশ্বর্য সবই ঈশ্বরে ন্যস্ত। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউই নন অধীশ্বর। জগতের সব বিষয়ত্ত বস্তু যা কিছু জীবের অধিকারে হয়েছে সেসব ঈশ্বরেরই দান। ভোগের আকাঙ্খা যাক মুছে। জগৎ মাঝে ত্যাগের ভিত্তি হোক প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টির মাঝেই ছড়িয়ে রয়েছে শ্রষ্ঠার দিব্য স্পর্শ। যা কিছুই হয়েছে সৃষ্টি সবেতেই রয়েছে তাঁর ছোঁয়া। অন্তরে বাইরে সর্বত্র তিনি বিরাজমান। তিনিই জীবন মাঝে প্রাণশক্তি হয়ে প্রাণের ধারণ আর বিকাশ করে চলেছেন। তিনি আবার রয়েছেন মনের মণিকোঠায়; রয়েছেন হৃদয়ের গভীর গহন অন্তঃপুরে। খুঁজে নিতে হলে মনোনিবেশ করতে হবে। চাই মনন। অথচ শ্রদ্ধা বিনা মনন হয় না—মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষে। শ্রদ্ধা প্রসাদ পেতে হলে চাই নিষ্ঠা। ভগবৎ বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা; ভগবানের জন্য মনকে প্রস্তুত করবার জন্য চাই নিষ্ঠা। যে মন নানা বিষয়ের আকর্ষণে ছুটোছুটি করে তার মধ্যে নিষ্ঠা দানা বাঁধে না। নিষ্ঠার জন্য গড়ে তুলতে হবে একাগ্রতা-নিষ্ঠা একাগ্রতা সাপেক্ষ। জড় মন বাসনা-কামনার ডোবায় ডুবে থাকে। বেরোতে পারে না এই অবস্থা থেকে। যদি মন হয় বাসনা-কামনা মুক্ত তবে একাগ্রতার দিকে যাত্রা হতে পারবে শুরু। রাগ-বিদ্বেষ-লোভ-কাম-ঈর্ষা-অহং-এর সামগ্রিক বন্ধনে বদ্ধ মনে একাগ্রতা জাগে না।

কুর্বন ন এব ইহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি ন অন্যত্থা'ন অস্তি ন কর্ম নিপ্যতে নরে। (ঈশ.-২)

জগৎ কর্মের মধ্যেই রয়েছে শত বৎসর জীবনযাপন করবার প্রতিজ্ঞায় ভরপুর হয়ে সম্ভাবনায় আরও ভরপুর হয়ে জীবনযাবন করবেন। এভাবে কর্মপথে মানুষকে তার অভীপ্সা পূরণে করবে সমাদৃত বিষয়। ভগবানকে বরণ করেই এগিয়ে চলবে মানুষের বিজয় অভিযান জগৎ পথে হয়ে চলেছে সর্বদাই। কর্মের পথে যখন মুক্তির দ্বার হয় উন্মুক্ত তখন মনের মাঝে জমে থাকা সব মালিন্য ধুয়ে যায়। মন হয়ে যায় পরিষ্কার যখন সব মালিন্য থেকে তখন হবে সময় ভগবানের উপলব্ধি অর্জনের সূচনার।

কর্মের মধ্যেকার চেতন প্রবাহ জীবনের নবীন পথ নির্দেশন। যা কিছু হয়ে রয়েছে কিছু অনুভব, কিছু শ্রদ্ধা, কিছু বিশ্বাসে হয়ে ভরপুর একজন সাধক অনেকটাই এগিয়ে যাবেন ব্রহ্মপথে যদি ঐ কর্ম হয় আসক্তি বিহীন। এটিকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের অর্থ হল ফলাফলের বিচারে নিজের জন্য যা কিছু হতে পারে জড় আকাঙ্খা পূরণকারী যে সবকে অতিক্রম করেই সাধক ভগবানের আলো পেয়ে যাবেন।

কর্মের প্রবাহে তৈরী হয়ে যায় কর্মের বন্ধন। প্রতিটি কর্মের মধ্যে হয়ে রয়েছে কিছু বিষয় যার মূল্য কর্মের মূল্য থেকে কম নয়। কর্মের জন্য হয়ে থাকে কিছু প্রতিজ্ঞা আর কিছু লক্ষ্য বা পরিণতির উদ্দেশ্য। কর্ম সাফল্য লাভের অর্থ হল ঐ লক্ষ্য বা প্রতিজ্ঞা পূরণ। এসব সত্ত্বেও যিনি কর্মের সাফল্যজনিত ফলাফল বিষয়ে নির্বিকার তার মধ্যে ক্রমে ফুটে উঠবে নিষ্কাম কর্ম। ভগবানকে যিনি সাধন পথের অনুভবে বুঝতে চান তার এই সাধন প্রয়াস ব্রহ্মসত্য লাভের পথে এগিয়ে চলবে। ব্রহ্ম সত্যলাভ ব্রহ্মকৃপাসাপেক্ষে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টায়। (ঈশ. উ.-১৫)

সোনার রঙে রাঙিয়ে রয়েছে যে পাত্র বিশুদ্ধ আর বিমল মনের পটভূমি যদি হয় তবেই হবে ব্রহ্মলাভের পর্ব উন্মাচন প্রবাহ। ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ এই ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্ম সত্যের উন্মোচন হবে সেই ভক্ত জীবনের কাছে—যিনি ভগবানের শরণাগত হবেন। শরণাগতের কাছেই ভগবান তার স্বরূপ উন্মোচন করতে পারেন। বিশুদ্ধ মনের পটভূমিতে হয়ে ভগবানে শরণাগত যে ভক্ত-সাধন জীবন তারই এখন ক্ষণ ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত ভক্ত চেতনর শরণাগতি ভগবান বরণ করো। স্বয়ংই উন্মোচন করে দেবেন ভগবান তাঁর নিত্য সনাতনী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাধকের এখন ব্রহ্মলাভ।

—ঃঃ—

দিব্য প্রজ্ঞার সঞ্চারে ব্রহ্মদর্শন

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বমাঝে দিব্য প্রজ্ঞা ঃ ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদিত মনই পারে দিব্য প্রজ্ঞার হতে অধিকারী। সৃষ্টির সবটা জুড়েই রয়েছেন ব্রহ্ম সনাতন। অনুভবের পথে মন যখনই হবে অগ্রগামী ক্রম উপলব্ধির সঞ্চার হতে থাকবে জীবনের মধ্যে। এই আকাশ-বাতাস-জল-অগ্নি-ভূমি-আলোক-মহাপ্রকৃতির সব কিছুই হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত বিশ্বচেতনের আবর্তে। ব্রহ্ম সনাতন সর্বত্র নিজেকে নিষিক্ত করে দিয়েছেন। প্রাকৃত পরিচয়ের যা কিছু চেতনময় বা জড় হয়ে বিরাজিত সবেরই মাঝে হয়ে আছে তাঁর নিত্য উপস্থিতি। এমন করে হয়েছেন তিনি বিস্তৃত সর্বত্র। সুপ্ত মাত্রায় গভীর প্রদেশে তাঁর উপস্থিতি কণারূপে। দিব্যচেতন কণা শক্তির কণা প্রবাহ হয়ে জীবনের মধ্যে করছেন বিরাজ। যে ভাব মাত্রা ভগবানের অনুরাগী তারই এখন নিশ্চিত প্রসার পর্ব। ক্রম বিকাশের প্রবাহ পর্বের পর্যায়ে ব্রহ্মচেতনকে করে উন্মোচন। সাধকের সাধনচেতন এখন উন্মোচনের জন্য হয়েছে উপযুক্ত। ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার পর্বে সাধকের চেতনার জাগরণ পর্ব হতে থাকে প্রসারিত। জীবনের মাঝে যা কিছু অবলম্বন যা কিছু রয়েছে নিত্য ভাব প্রবাহের সহযোগী তারই হবে এই পর্বে উন্মোচন। চেতনার পর্ব এখন বিস্তৃত প্রকাশে বিশ্বময় হয়ে ব্যাপ্ত হবে ক্রম বিস্তৃত জীবন পথে। ভগবানকে বরণ করেই যখন জীবন কর্মের সূচনা তখনই হয়ে উঠবে দিব্য প্রজ্ঞার ক্রমসঞ্চার এই সাধক মনে। হৃদয়ের গভীরে যে প্রবাহ এপর্যন্ত ছিল অচেনা, এখন হয়ে উঠবে সে অতি আপনার পরম সমাদরের নিত্য ভাবস্রষ্ঠা আর অফুরন্ত চেতন প্রবাহের সঙ্গী। জীবনের পথ চলায় এমন ক্ষণই দিব্য চেতনার ক্ষণ। দিব্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির ব্যাক্ত প্রকাশসমূহ ক্রমে সৃষ্টির প্রকাশ পর্ব যেন নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-বিদ্বেষ-ঈর্ষা-আদি আকর্ষণ সবই যেন এই প্রকাশ প্রবাহের মধ্য দিয়ে দেবীর ভাব নিরীখের পথ সঞ্চালনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলবে। জীবনের সব স্পন্দন ও সব প্রবাহ ক্রমাগতই জীবনের প্রসারণশীলতা আর সাধনের এখন আহ্বানের পর্বে হয়ে ওঠে সাধন অভীজ্ঞ। যেতে হবে ঐ সাধন জীবনের এখন নিত্য সমন্বয়ের পথে। সত্যের সকল অভিষ্ট কণা অথবা চেতন দীপ্তি হয়ে অনুগামী চলবে এগিয়ে জগৎ পথে ভাগবতী বিকাশ ধারায়। দিব্য চেতন প্রবাহ ভাগবতী ভাবধারা হয়ে উঠবে এবং ভাগবতী ভাবে হয়ে নিমজ্জিত, চলবে এগিয়ে জীবনপথে। চেতন মার্গে ভগবানের বিশ্বময় উপস্থিতিকে উপলব্ধিতে বরণ করতে হয়। বেদপ্রজ্ঞার গতিমুখ সেটি।

ঈশা বাস্যম ইদং সর্বং যৎ কিম্ চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ ধনম্। (ঈশ. উ.-১)

এই সমগ্র সৃষ্টিতে রয়েছে যা কিছু জীবন, বস্তুসমূহ, সম্পদ অথবা যা কিছু হয়েছে জীবন ময় গতিশীল এ সবই ঈশ্বরের সৃষ্ট, ঈশ্বরেরই। যা কিছু সচল শক্তিমান সবই ঈশ্বরেরই। যা কিছু হয়ে রয়েছে বিশ্বময় বিস্তৃত জীবন ও সম্পদ সবই ঈশ্বরের। কোনও সম্পদের প্রতি আস্পৃহা রাখতে নেই। কাহারও সম্পদে লোভময় হতে নেই। ত্যাগই সম্পদময় হয়ে পরম আনন্দের হবে। তাই কোনও রূপ উপভেগ ত্যাগের পথেই হবে যথাযথ।

সমগ্র সৃষ্টিটি ভরে রয়েছে জীবনের স্পন্দনে। প্রতিটি স্পন্দনই ভগবানের সৃষ্টির মাঝে এই স্পন্দন হয়ে চলেছে জীবনের আবাহনী। জীবন বিষয়ে প্রকৃত বিজ্ঞানময় চেতন হল এটি অনুভবে বরণকরা যে প্রতিটি জীবনের মাঝে রয়েছে পরম চেতনের দিব্য স্পন্দন। এই দিব্য স্পন্দনটি মহাকাল শিব সনাতনের নটরাজ রূপে মহাকাল নৃত্যস্পন্দন। মহাকালের এই স্পন্দনের প্রভায় চেতনময় জীবন হয়েছে সচল। গতিময় সচল এই জীবন ব্যাপ্ত হয়েছে মহাজীবনের তাৎপর্যকে মূর্ত করতে। ভগবান এই সমগ্র বিশ্বমাঝে সৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে এসেছেন সব জীবনেরই অধিকারে শক্তি ও চেতন দান করে। এখন জীবনের দায় হয়েছে ঐ শক্তি ও চেতনের মূর্ত ব্যবহার। শক্তি ও চেতন মূর্ত হয়ে ক্রম বিস্তারে হয়ে উঠবে নিত্য ভাবময়। প্রতিটি ভাব মুহূর্তই জগতের সাপেক্ষে এগিয়ে চলবার বিস্তৃত অবলম্বন। এমন অবলম্বনকে বিকশিত করতে স্বতঃই জীবনের সম্পদকে উপহার দিতে হয় জগতের সাপেক্ষে । সম্পদকে জানতে হবে ভগবানেরই নিজস্ব ত্যাগভিত্তিতেই হবে এর ব্যবহার।

প্রজ্ঞার এই নিত্য মাধুর্যে ঃ উতদেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উত আগচ্ছ অক্রষং দেবা।

দেবা জীবয় যথা পুনঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/১)
জগৎ মাঝে এসেছে যদি এমন কর্মের প্রবাহ
হয়েছে সেখানে জীবনের নিম্ন সম্ভাবনা সব।
এখনই হয়েছে দেবকৃপার প্রবাহ জগৎ মাঝের কর্ম।
ঐ অনন্ত সত্য হবে এখন মূর্ত জীবনের চেতন পথে।
ভগবৎ ভাব প্রদীপ হয়েছে এখন শিখাময়।
জীবনের সব প্রকাশ পর্বের এই ক্ষণ মাঝে।
এখন হবে জীবনের স্বতঃ উন্মেষ এই পথচলায়।
ক্ষণের মাধুর্য এখন হয়েছে জ্ঞাত নিত্য প্রবাহ পর্বে।

দৈবী ভাব বিকাশের এই পর্বে ঃ

দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ
সিন্ধোরা পরাবতঃ দক্ষং তে।
অন্য আ বাতু। পরান্যৌ বাতু যৎ উপ। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/২)
দুই ধারায় হয়েছে চেতন পথ ব্যাপ্ত এখন।
ব্রহ্ম চেতনের মহাসমুদ্রে এখন হবে বিপুল বিকাশ পর্বে।
এই ভাবপরশ হয়েছে জীবন মাঝে নিত্য আবৃত।
এই ভাবধারায় হবে সব নিত্য বিকাশ উপাদান স্বতঃই।
এখন জীবনের দায় হয়েছে নিত্য বরণীয় প্রজ্ঞার পরশ।
ঐ অনন্ত প্রকাশ হোক জীবন মাঝে মূর্ত এখন।
দিব্য চেতন হবে ভাস্বর জীবনের স্বতঃ উন্মোচনে স্বতঃই
মলয় বায়ুর এখন ব্যাপক স্পন্দন সদা প্রত্যয়ের পর্বে।

দিব্য বিকাশ পর্বে ঃ

আ বাত বাহি ভেষজং।
বি বাত বাহি যৎ অপঃ।
ত্বং হি বিশ্ব ভেষজং।
দেবানাং দূতঃ ইবমে। (ঋ, বে. ১০/১৩৭/৩)
প্রাণবায়ুর পরশ দিয়েছে উপহার প্রাণের শক্তি।
এখন বায়ুর প্রবাহ এসেছে জীবনকে ধারণের উপকরণ।
দেববার্তা এসেছে এখন দেবতার বিশেষ আহ্বান সাপেক্ষে।
ঐ অনন্ত প্রবাহের মাঝে জীবনের বার্তা হয়েছে মূর্ত।
জীবনের মাঝে এসেছে এখন দেবচেতনের বার্তা গূঢ় সংবেদে।
দেবতার দেবদীপ্তি জগৎ মাঝে এখন হয়েছে উন্মোচন।
বহু বিচিত্র ভাবপ্রবাহ হয়েছে উন্মোচিত এখন জীবন পথে।
এই বিকাশ পর্ব হবে মূর্ত এখন অনন্তের ভাবদীপ্তিতে।

অগ্নির ভাবপথের এই প্রকাশ তীর্থে ঃ

আ তু আগমং শন্তাৎ অভিঃ
অথৌ অরিষ্টময় অতিথিঃ।
দক্ষং তে ভদ্রম্ আভাষং।
পরা যক্ষং সুবামি তে। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/৪)
এই ক্ষণ এখন দিয়েছে ভাবস্পন্দন করতে বন্দন।
ঐ অগ্নির পরশ এসেছে জীবন মাঝে সত্যের প্রদীপে।

দিব্য অগ্নির এই ক্ষণ এখন হোক মূর্ত উদ্যোগ পর্বে।
চেতনার এখন বিকাশ ক্ষণ অনন্ত ভাবপ্রদীপ করে মুক্ত।
এই জীবন পথ হবে এখনই মূর্ত একান্ত ভাব বিকাশ পর্বে।
জীবনের মাঝে হয়েছে একান্ত প্রভায় বিকশিত ব্যাপ্ত চেতন।
ঐ অনন্ত ভাববিকাশ এখন হয়েছে বিস্তৃত এই ক্ষণে।
যা কিছু ভাগবতী পথের অন্তরায় এখন হবে সবই বিনষ্ট।

আলোকদীপ্ত জীবনপথ ঃ জগৎপথের মাঝে জীবনের যথাযথ বিস্তার তখনই হয়ে উঠবে যখনই জীবনের ব্যাপ্ত সত্য জগৎময় সর্বত্র হবে বিস্তৃত। যে চেতন ও যে সত্য এই জগৎময় হয়ে ব্যাপ্ত জীবনকে করবে পরিপুষ্ট তারই এখন জগৎময় বিস্তৃত। লোভ -আসক্তি-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত জীবন স্বতঃই হয়ে উঠবে পূর্ণ চেতনের অনুভব প্রয়াসী। এই জীবনময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকা ব্রহ্মচেতনের মাঝে মিলিত হয়ে মন-প্রাণ-চরিত্রের মাঝে এক বিশুদ্ধ আবশ্যকীয় চেতনার স্পর্শে হয়ে ব্যাপ্ত ক্রম বিস্তারে গড়ে তুলবে সব জীবনের মাঝে আলোর পরশ দিতে ছড়িয়ে। ব্রহ্মচেতনই জীবনের আশ্রয় এখন।

কুর্বন ন এবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ।
এবং ত্বয়ি ন অন্যথা অস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে। (ঈশ. উ.-২)

যা কিছু কর্মরাজি জীব তার জীবনময় করতে পারে তারই মাঝে রয়েছে কালাতিক্রমী স্পন্দন জীবনকর্ম যদি এমন হয় যে জীব এই কর্ম প্রয়াস অথবা কর্ম সম্পাদনের পথে এগিয়ে চলবেন নিত্য কর্ম অথবা ভাগবতী কর্মের বিশিষ্ঠতা সম্পাদন এমনভাবে করণীয় যে কর্মপথে যেসব বন্ধন গড়ে উঠতে পারে তার মধ্যে যুক্ত না হয়ে নিরাসক্তভাবে কর্ম করা। এমন নিরাসক্ত কর্মময় জীবন ক্রম বিস্তারে জগৎময় ব্যাপ্ত হতে পারবে শত বৎসরের জীবন করে তুলবে পরিণতি। জীবনময় আত্মার উপস্থিতি স্বতঃই কর্মপথ জীবন ও সাধকের এগিয়ে চলবার প্রধানত হয়ে সব কিছু পথের আকর্ষণী মাধুর্যের দিব্য বিস্তারী। কর্মপথের এক অভিন্ন অনিত্য বিকাশী। নিত্যই তার এই জগৎ বিস্তার, নটরাজে মহাবিশ্বময় তাঁরা হয়ে উঠবেন বিস্তৃত বিকাশী। জীবনের কর্মাদির মধ্যে হতে হয় বিশেষ কোন তাৎপর্য। কর্মসুন্দর হয়ে ওঠে যখন কর্মের মধ্যে না থাকে কোনও আকাঙ্ক্ষাদি। এমন সব আকাঙ্ক্ষা যেগুলি নিজ স্বার্থের মধ্যেই হয়ে থাকে আবদ্ধ। কর্ম যখনই হয়ে ওঠে নিজ ভাববিকাশ ও নিজ আবর্তকে জড়িয়ে রাখবার সব বিষয়াদি তখন কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে দেয়। এমন সব বন্ধন যা জীবনকে সব সময়ে ঐ বিষয়ের বন্ধনে করে থাকে একান্তভাব ঐ দিব্য ভাববিকাশের প্রতিবন্ধক কোনও এক বিশেষ ভাবে আবদ্ধ করে রাখে। এমনসব বিকাশ হয়ে ওঠে সাধন অনুসঙ্গ তখন হয়ে ওঠে একান্ত বিকাশ পর্ব সাধনের সহযোগী হয়ে ওঠে। সব বন্ধনের অতীতে গিয়ে যে বিকাশ সেটিই প্রকৃত সাধন কর্ম।

অসূর্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমশা আবৃতাঃ।
তান তে প্রেত্য অভিগচ্ছন্তি যে কে চ আত্মনঃ জনাঃ। (ঈশ. উ.-৩)

দেবসূর্যের অনুপস্থিতি জগৎময় গাঢ় অন্ধকার আবাহন করে আনতে পারে। আলোর দেবতার দেওয়া আলোক প্রভা জীবনকে ভাগবতী স্পন্দনের সঙ্গে করে যুক্ত এগিয়ে এই জগতের জীবন প্রবাহ চলবে এগিয়ে অনন্ত প্রকাশ প্রবাহের মর্ত আবহে হয়ে চলবে জগৎময়। এই জীবনে চলার পথসমূহ যেন হয়ে উঠবে উষার আলোর সম্ভার। জীবনময় হয়ে রয়েছে ব্রহ্মচেতন ব্যতিরেকে জীবন এই ব্যাপক আবেষ্টন রাখা জীবনেরই জীবন এটি। জীবনাবর্তে হয়ে উঠবে স্থিত দেশসেবক।

আলোক বিহীন হয়ে চলেছে জীবন প্রবাহ। এই জীবন প্রবাহ হয়ে চলবে জগতের মাঝে একান্ত অনুরাগ নির্ভর একান্ত প্রবাহ। এমন করেই জীবনের মাঝে হয়ে চলবে জগৎ বিকাশী কর্মপর্ব। এই কর্মপর্ব জীবনের জন্য নিয়ে আসে বিজয়ের বার্তা। বিজয় হল বিশেষ করেই অন্তরের গভীর প্রদেশ আলোক ফুটিয়ে তোলা। এই আলোক হয়ে উঠবে জীবন মাঝে যে সব আবাহন জীবনের মধ্যে হয়ে ওঠে মূর্ত। সাধক জীবন এমন করেই অনন্তের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অনন্ত বিকাশপর্ব হয়ে ওঠে জীবনের স্বতঃ সহযোগী। জীবন মাঝে রয়েছে যা কিছু একান্ত পর্বের উন্মোচনের জন্য তাদের সবই হতে পারে সহায়ক। বিরুদ্ধতা, বা প্রতিবন্ধকতা জীবনের জন্য ক্ষণ অবরোধী। সময়ের চলনের সঙ্গে ওদের নবীন বিকাশ হওয়ার সব সম্ভাবনার উন্মোচন হয়ে যায়। সম্ভাবনাগুলির প্রত্যেকটিরই রয়েছে বিশেষত্বের উপাদান। ভগবানকে বরণ করে নিয়েই এই বিশেষত্ব প্রস্তুত হতে পারে।

সুরক্ষার এই নিত্য পর্বে ঃ ত্রায়ন্তম ইহ দেবাঃ
ত্রায়নাং মরুতাং গনঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি।
যথা ইয়ম অপ অসৎ। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/৫)
সাধন জীবন কর্ম সমূহ এখন দৈবী আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ।
যে ভাব বিন্যাস হয়ে উঠবে জীবন সঞ্চারে তারই উন্মোচন।
দেবতায় যদি করেছ নিমগ্ন নিবেদন হবে তরেই নিত্য মুক্তি।
দেবতার কৃপার বাতাবরণ এখন জীবনকে করবে ধারণ।
নিত্য প্রকাশে জগৎ জনের বিস্তৃত ভাব প্রভা করবে উন্মোচন।
জীবনের যা কিছু হয়েছে এখন অনন্ত প্রকাশী তারই বোধ।
একান্ত নিয়োজনে হোক জীবনের ভাব বিকাশ পথে উত্তরণ।
দেবতার সুরক্ষা এখন জগৎ জনের জীবন উন্মোষের এই পর্বে।

জল প্রবাহের এই পর্বে ঃ আপঃ হৃদা উ ভেষজীঃ।
আপঃ অভিবচৎ এনঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজোঃ
ন অস্তে কৃণঃ বন্তু ভেষজম্। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/৬)
জীবনের ধারণ আর বেড়ে ওঠার পর্বে হবে আহ্বান।
জল সিঞ্চন এখন জীবনের সব ভাব বিকাশ করে ধারণ।
এই অনন্ত প্রবহমান জীবনের নিত্য ধারণ হবে স্বতঃই।
যে ভাববিকাশ হবে উন্মোচিত এখন তারই ক্ষণ।
জলের প্রবাহ করেছে সঞ্জীবিত জীবন বিকাশ তরে।
ঐ অনন্ত জলরাশি দিয়েছে শক্তি জীবনের এগিয়ে চলায়।
মালিন্য সব হবে ধৌত ঐ জলের প্রবাহে সিঞ্চনে।
দেবতার প্রসাদ এখন হবে উন্মুক্ত জগৎ জনের বিকাশে।

বহু ব্যাপ্ত এই বিকাশ পর্বে ঃ হস্তং অভয়াং দশ জিহ্বা।
সখাভ্যাং বাচঃ পুরগোরী।
অনামথি অস্তুভ্যাং ত্বা।
তাভ্যাং তে স্পৃষাম অসি। (ঋ. বে. ১০/১৩৭/৭)
দশ প্রকারে দেবতার প্রভা বিস্তৃত এখন সর্বত্র।
যে প্রাণের হয়েছে দেবতায় নিবেদন এখন হবে তার ক্ষণ।
দেববিকাশ হবে নিত্য ছন্দের প্রকরণ সদাম্মনন পর্বে।
সাধন প্রয়াস হবে যতই নিবিড় দেবতার ভাববিকাশ তেমনই।
যে চেয়েছে দিয়ে জীবনের প্রণতি একান্ত বিকাশ পর্বের উন্মোচনে।
এখন অনন্ত প্রকাশ পথের এই পর্বে হোক তার ভাব উন্মোচন।
দশ হস্তে বহু বিস্তৃতির পর্ব এখন একান্ত মনন নিবেদনে।
দেবতার দেওয়া সুরক্ষার পর্বে এখন সাধক নিবেদনে যুক্ত।

একান্ত জাগরণের এই পর্বে ঃ তব ত্যা মন্বনা ইন্দ্র সখ্যেযু বহ্নয়।
ঋতং মন্বনা ব্যজৎ রূপং বলম্।

যত্রা দ্বশস্য অন্নাস অসৌ রিবন অপঃ।
কুস্তারম্ মন্বন অদ্যশ্ব হংসয়। (ঋ. বে. ১০/১৩৮/১)
এখন এসেছে ক্ষণ ঐ দিব্য বারি করতে সিঞ্চন।
এখনই হবে ঐ অনন্ত বিকাশি ভাবধারা করতে বরণ।
এই সাধন প্রাণ হয়েছে দেবতায় নিয়োজিত এখন সবার্থে।
ঐ তার প্রদীপ এসেছে জীবন মাঝে হয়েছে তারই প্রভা দীপ্ত।
এখন এসেছে নিত্য ভাবপথের স্বতঃ প্রবাহ সদা বিকাশে।
একান্ত নিবেদনে হবে যখন নিত্য ভাবপ্রদীপ সাধন উন্মোচনে।
ভাবপ্রবাহের ক্ষণ এখন জীবনের একান্ত জাগরণের পথে।
দেব সুরক্ষায় সাধক প্রাণ হবে এখন নিত্য আগ্রহী জাগরণে।

সত্যময় তিনি ঃ ভগবানই পরম সত্য। তিনিই পরম চেতন। তিনি জীবনের অঙ্গে অঙ্গে হয়ে রয়েছেন যুক্ত। মানবের মন এমনই প্রকৃতির গড়ে উঠেছে যে ভগবানকে বরণ করবার মত একান্ত মনের পরিবেশ সাধারণভাবে গড়ে ওঠে না সেখানে। ঋষিগণ তাদের উপলব্ধির আলোয় স্বতঃই ভাগবতী সত্যকে অনুভবে জেনেছেন। ভগবানের উপলব্ধির আগ্রহও অভীপ্সার জাগরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে ভাগবতী সত্যের স্ফুরণ। যেমন করে হবে প্রয়াস সত্যপ্রদীপ তেমন করেই ফুটে উঠবে। জীবনের পথচলায় এগিয়ে যেতে এই ভাগবতী সত্যের উপলব্ধি প্রয়াস যদিবা আসে জীবন মাঝে তবে হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য আশ্রয়। মনকে একাগ্রতায় নিয়ে আসতে হয় এই ভাগবতী সত্য চয়ন করতে। ভাগবতী সত্যের আশ্রয়ই জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। স্থায়ী, এজন্য যে ভাগবতী সত্য কালের বন্ধনকে ছাপিয়ে গিয়ে হয়ে ওঠে কালাতীত। অর্থাৎ হানি হয় না এই সত্যপ্রদীপের; কালপ্রবাহ প্রভাব নিরপেক্ষ।

অনেজৎ একং মনসো জবীয়ঃ
ন এনৎ দেবা আপ্লুবন পূর্বম্ অর্ষৎ।
তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অতি-এতি তিষ্ঠৎ
তৎ অস্মিন্ অপঃ মাতরিশ্বা দধাতি। (ঈশ. উ.-৪)

জীবনে আত্মার উপস্থিতি যখন অনুভবে ফুটে ওঠে তখন এই সাধন চেতন স্বতঃই অনুভব করবেন জীবন মাঝে ঐ অনন্ত বিকাশী ব্রহ্ম সনাতন প্রসারিত হয়ে যান। এই জীবন প্রবাহই জীবনের সব ভাব বিকাশ করতে সহযোগী। অনন্ত সত্য তিনি। এই জীবন প্রবাহই জীবনের সব ভাব বিকাশ করতে সহযোগী। অনন্ত সত্য তিনি। তিনিই পরম শক্তি, পরম সত্য তিনি, পরম আনন্দ তিনি। যা কিছু জীবনের পথ প্রবাহের মাঝে চলমান সব শক্তিও গতির তিনিই উৎস বীজ। তিনিই নিত্য সনাতন পরম একত্বে বিধৃত। তিনি স্বতঃই পূর্ণ এক হয়ে বিরাজ করেন। তিনিই সব সময়ে গতিষ্মান হয়ে রয়েছেন। জগতের যা কিছু এই সৃষ্টিতে গতিশীল তিনি স্বয়ং সেই শ্রেষ্ঠ গতির চেয়েও বহু মাত্রায় গতিষ্মান।

কর্মপথ জগতের বিচার-দৃষ্টিভঙ্গি-প্রয়োজন উপায় এবং সাযুজ্য এমন করেই ভাগবতী সত্যের লালন হবে জীবন পথে যদি জীবনের আগ্রহ এবং উপায় সর্বক্ষেত্রে ভাগবতী সত্যকেই বরণ করবার জন্য হবে প্রয়াসী। ভগবানকেই যখন সাধক জীবন অনুধাবনে একান্ত যত্নশীল হবে উদার মনোভাবে, বরণ ও গ্রহণ করবে তখনই হবে উপলব্ধি। এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছে চেতনার স্তর বিন্যাস। ভাগবতী প্রভাব বিকাশ হয়ে ওঠে জীবন মাঝে অনন্ত শক্তির উৎস। ঋতপথ রচনা হয় এমনই ক্ষেত্রে। ঋতপথটি ভাগবতী সত্যের সঙ্কল্প যদি হয়েছে তবেই সূচনা হয়। ঋতপথ হল ভগবানের নিত্য পরশ লাভ হয়। ঋতপথের হয়ে ওঠে নিত্য সত্যের জীবন প্রকাশ। জীবন মাঝে যে সত্য সঙ্কল্প তারই প্রয়োগ পথে ভগবানের স্মরণ-মননই তাঁর দিব্য স্পর্শকে জীবনের আবর্তে নিয়ে আসবে। ক্রমে ভাগবতী ভাবপ্রদীপ জীবনে অন্বিত হবে।

তৎ এজতি তৎ ন এজতি তৎ দূরে তৎ উ অন্তিকে।
তৎ অন্তরঃ অস্য সর্বস্য তৎ উ সর্বস্য অস্য বাহ্যতঃ।। (ঈশ.-৫)

মহাকাল স্বয়ং বিরাজমান সর্বত্র, আত্মারূপে তিনি জীবের অনন্ত মাঝে হয়ে রয়েছেন মূর্ত। তিনিই সর্বত্র সৃষ্টিময় হয়ে

রয়েছেন। ভগবানের প্রতি নিবেদিত হয়ে রয়েছেন যে প্রাণ, তার এই বিশেষ প্রকাশরূপ হয়ে রয়েছেন। তাই চলেন এমন গতিষ্মান। ভগবান এই চলমান জীবনের অন্তরে বিরাজিত হয়ে রয়েছেন স্থিত। একই সঙ্গে তিনি পরম প্রকাশের এই পর্বে যা কিছু দৃশ্যত স্থিত তিনি। তা কখনও স্থিতে অবস্থান করেন। তিনি প্রথম বিজয়ের উদার আহ্বান রয়েছে জীবনের একান্ত সহযোগী। আপাত স্থিতি আর আপাত গতির বন্ধন করে অতিক্রম ভগবানের লীলা মাধুর্য ধরা পড়বে উপলব্ধির দৃষ্টিতে।

জীবনের যা কিছু ওঠা পড়া, ভাল-মন্দ বা জীবন কর্মের যেমন করে এগিয়ে আসবার পথের আয়োজন উপলব্ধির আয়নায় এগুলি ফুটে উঠবে জীবনের নিজস্বতায় নিরিখে। অর্থাৎ মনের মাঝে ইতিপূর্বে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল তার মৌল পরিচয়ে আসবে রূপান্তর। একটা ক্ষুদ্র জীবন গণ্ডীর ভাবনার সীমা পেরিয়ে জীবনের বোধ এখন হয়ে উঠবে ব্যাপ্ত। এই রূপান্তরটির তৎপর্য হল সাধক জীবন মাঝে নবীন ভাব বিকাশ। নবীন ভাবমাত্রায় জীবনকে বরণ করতে পারা, জীবনের জন্য নতুন নব প্রদীপ গড়ে তোলার ক্ষণ এসে যায়। ঋষিগণের ভাবনয় এমন মনকে বলা হয়েছে 'সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন'।

নিত্য সচেতন প্রয়াসে ঃ

অবাস্থজঃ প্রখঃ শ্রচ্ছয়ো।
গিরীন্ উদাজ উস্রা। অপিবৌ মধু।
প্রিয়ম্ অবর্চয়ো বনিনৌ।
অন্য দংসসা। শুশৌ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা। (ঋ.বে. ১০/১৩৮/২)

ঐ অনন্ত জলরাশির হয়েছে এখন সংযোগ।
এখন দীপ্তি হয়েছে ভাস্বর জীবন পথের এই মাধুর্যে।
যে ভাব বার্তা ছিল জীবনের সূচনায় হয়ে ভাস্বর।
এখন তারই নিত্য সচেতন প্রগাঢ় উদ্যোগ পর্বের প্রবাহ।
সূর্যের দীপ্তি এসেছে জীবন মাঝে প্রশান্তির পর্বে।
মহান বিকাশ এখন হোক নিত্য পথের মাধুর্যে মন্ত্র।
তোমায় বরণে হয়েছে নিত্য দিনের প্রজ্ঞান উন্মোচনে।
মানবের ভাব রীতি এখন জীবন পথের নিত্য নির্দেশি।

দৈবী শক্তির অবাধ প্রবাহ ঃ

বি সূর্যঃ মধ্যেঃ অমুচন্দ্রথং দিবী।
বিদহাশায় প্রতিমানস আয়ঃ।
হব্যানি পিপ্রোঃ অসুরস্য মায়িনঃ।
ইন্দ্রঃ ব্যস্যাত চকৃবান্ ঋকিশ্বনা। (ঋ.বে. ১০/১৩৮/৩)

সূর্যদেব হয়েছেন উন্মুখ এখন আলোক প্রয়াসে
হয়েছে যত নিত্য প্রভায় হতে ভাস্বর নিত্য প্রভায়।
এখনই এসেছে জীবনের ভাব মার্গের একান্ত ক্ষণ।
সকলেরই এখন সমবেত ভাব বিকাশ পর্ব এখন উন্মুক্ত।
বিশ্বমাঝে এসেছে বিশ্ব মায়ের প্রাণ শক্তির অবাধ প্রয়েগ।
ঐ ভাব সমন্বয়ের বিকাশ পর্বের হয়েছে অবাধ প্রকাশ।
গতিময় চেতন বিকাশ এখন হয়েছে উদার ব্যাপ্ত।
বন্ধন মুক্তির এই ক্ষণপর্ব এখন হবে বিকশিত পুনরায়।

দেবশক্তির বিকাশের এই ক্ষণমাঝে ঃ

অনা ধৃষ্টানি ধৃষিতৌ ব্যাসান্
নিধীন্ অদেবান্ অমৃন দযাস্যাঃ।
মাসেব সূরয় বসু পুর্যমা দদে।
গূনানঃ শত্রুন্ অশৃনাৎ বরুক্যতা। (ঋ.বে. ১০/১৩৮/৪)

এখন হয়েছে সময় হতে পূর্ণ প্রয়াসী সাধন পর্বে।

ঐ অনন্ত সাগর মাঝে হয়েছে যে তরণী প্রস্তুত জীবনে।
এসেছে একান্ত বিকাশ পর্বের নিত্য অনুসন্ধানের এই পর্বে।
সূর্যশক্তির ক্ষণ এখন হয়েছে জীবনে প্রবেশ মাধুর্যে।
ঐ অনন্ত দিব্য ভাব প্রবাহ হয়েছে স্থিত দেব সুরক্ষায়।
এখন এসেছে ভাব জগতের নিত্য আগ্রহ স্বতঃ বিকাশে।
যে ভাব সম্ভার জীবন মাসে হয়েছে স্থিত একান্ত প্রকাশে।
এখনই হোক তার নিত্য প্রবাহ পথের স্বতঃ উন্মোচন পর্ব।

অনন্ত পথের দীপ্তি এখন ঃ

অযুর্ধ অসেনৌ বিভ্বা বিভি অন্দতা।
দশ দৃশ্যহা তুজ্যানি তেজনে।
ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ বিভেদঃ মিশ্রথঃ।
প্রক্রাম অবছুন্দ বন্ধুঃ অজহাৎ উষাঃ অন। (ঋ.বে. ১০/১৩৮/৫)

সাধন পর্বের মাঝে হয়েছে সাধকের জীবন প্রবাহ।
একান্ত নিবেদনের এই ক্ষণে হয়েছে হৃদয়ের আবেদন।
এখন সব ভাব বিকাশের এই পর্ব মাঝে হয়ে প্রস্ফুটিত।
অনন্ত পথরে অনন্ত প্রয়াস পথে হয়েছে নিত্য বিকাশ।
যে ভাব বিকাশ এই নিত্য চরাচরের পথের আহ্বানে।
হয়েছে অনন্ত পথের দীপ্তি একান্ত প্রবাহের এই পথে।
জ্ঞান বিকাশের এই ক্ষণ পর্ব হোক দেব চরিত্রের প্রয়াসে।
ঐ নিত্য ভাব প্রবাহ হোক একান্ত প্রদীপ্ত নিত্য বিকাশে।

ভাগবতী মন ঃ দেবসূর্যের তাৎপর্য এই জগৎ মাঝে মহাপ্রাণের বিস্তার। মহাপ্রাণ থেকেই সব প্রাণের সঞ্চার। প্রাণসঞ্চারের জন্য যে শক্তির বীজ জগৎ মাঝে হয়েছে ব্যাপৃত সেটি এমন করেই বিস্তৃত হয়েছে জগৎ মাঝে জীবনের পর্বে পর্বে। মহাপ্রাণ সূচনাতেই দিয়েছেন সমগ্র জীবনকে গড়ে দেওয়া ও জীবনের চলমান এবং গতিশীল হয়ে থাকবার মৌল শক্তি। এই মৌল শক্তি না বীজ শক্তি হল ঐ জীবনের সাকূল্যে বিকাশশীল হয়ে উঠবার শক্তি। জীবন বিকশিত হতে পারে যে কোনও উপায়ে। জীবনের বিকাশ হতে পারে খোলা পাতার মত উন্মোচিত। আবার এটির উপায় রয়েছে সকালের সূর্য উদয়ের পূর্বের অপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত। অন্যদিকে জীবন সঞ্চালন হয়ে চলতে পারে একান্ত নিজস্ব রুচি-বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত-পছন্দ ও মনের স্বাদের উপর। সাধারণভাবে মানবগণ নিজস্ব রুচি-পছন্দ-সিদ্ধান্ত-স্বাদ ইতাদির উপর ভিত্তি করেই জীবন নির্বাহ করে থাকে। এগুলির মাত্রায় শুধু বেশিরভাগ নয়, প্রায় সব জীবনই গড়ে ওঠে, এগিয়ে চলো, বিশ্বাসকে বরণ করে নিয়ে যে জীবনের সূচনা তার জীবনপথ বিশ্বাসের পথেই সঞ্চালিত।

অন্ধং প্রবিশন্তি যঃ অবিদ্যাস উপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তময়াঃ উ বিদ্যায়াম্ রতাঃ। (ঈশ.উ.-৯)

বিশ্বাসের রয়েছে বহু বৈচিত্রে ভরপুর আস্থা, কারো বিশ্বাস নিজের শক্তির উপর। কারোর বা বিশ্বাস নিজের বৃত্ত বা পরিধিতে যে জীবন বৃত্ত সেখানে নিজের ক্ষমতার তাৎপর্য অথবা যোগসূত্রের উপর। হয়তবা দু'একজনের মধ্যে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ফুটে উঠতে পারে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস যখন আসে জীবের অন্তর মাঝে এক অনন্য ভাবপ্রদীপ ফুটে ওঠে। এই ভাবপ্রদীপের জীবনকে আবৃত করে রাখতে পারে অনন্ত জীবন প্রবাহের পথ মাঝে। এই অনন্ত জীবন প্রবাহ স্বতঃই জীবনের চলমান সময়ের কর্মস্রোত ও ঘটনাস্রোতের উপর নিত্য প্রভাব বিস্তারকারী ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব বিশ্বাস জীবের জীবন মাঝে হতে পারে জাগ্রত তারই রয়েছে নিত্য দিনের একান্ত বিকশিত হয়ে উঠবার প্রয়োজনীয় সামর্থ। অথচ এই সামর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং সময়ে আবৃত হয়ে থাকে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির সীমার বন্ধনে। অর্থাৎ, আলোর আভায় ভাস্বর, মূলতঃ অন্ধকারের গভীর সংবেদে আবদ্ধ এই জীবন। তমসাক্লিষ্ট এই জীবনের মৌল তাৎপর্য ক্ষুদ্রত্ব। ক্ষুদ্র মনের ব্যাপ্তি, নিছক দিন স্বার্থ বৃদ্ধির হয়ে থাকে

এই ক্ষুদ্র মনের ব্যাপ্তি। ভগবানকে বরণ করতে ফুটে ওঠে আলোর ব্যাপ্তি।

অন্যৎ এব বিদ্যয়া উ অবিদ্যায়া অন্যদ্ আহুতঃ অবিদ্যায়া।
ইতি শুশ্রুতঃ ধীরাণাং যে নঃ তৎ বিচারঃ চক্ষিরে। (ঈশ.উ.-১০)

ভগবানকে বরণ করবার ক্ষেত্রেও রয়েছে তমসার প্রভাব। যে সন ভগবানকে তাঁর একটি পরিচয়ের সীমার মধ্যে একমাত্র বলেই ভাবে সেও তমসাক্রান্ত। ভগবান স্বয়ং অনন্ত অসীম অথচ প্রেমময়। প্রেমময় ভগবত্তার এই পরিচয়ের স্ফূরণের জন্যই চাই ভগবানের এক নির্দিষ্ট প্রকাশ অবয়ব। অবয়ব যাই হোক তার আপাত ব্যাপ্তি সীমিত। যিনি ভগবানকে তাঁর রূপমাধুর্যে বরণ করেছেন তিনি ক্রমে জানতে অনুভব করতে পারবেন যে ভগবানকে তিনি একটি অবয়বের পরিকাঠামোতে দেখছেন এর অর্থ এই নয়, এটি ভগবানের সীমিত অবস্থা। জগতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জগৎজনের কাছে পৌঁছে যেতে যে নির্মল-সহজ এক হৃদয় ধারণ করতে হয় সেটিই তিনি করেন রূপ মাধুর্য যেন তাঁরই রূপ বিশিষ্টতা। তিনি এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জগতের এক বিশেষ পরিচয়ে বিরাজ করছেন। মৌল কার্যটির সূত্রপাত হলেই তাকে নিতে হবে বিদায়-অন্য ক্ষেত্রে অন্য কার্যে, হাত বা অন্য জগৎ পটভূমিতে সংযোজিত হতে। আলোর ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়েই তিনি আসেন আর আলোক কণার বর্ষণ করেন যার দ্বারা জগৎজন ফুটে উঠতে পারে নিজ নিজ সাধনের পথে গিয়ে এগিয়ে একান্ত আলোক নির্ভর হয়ে উঠতে। ঐ আলো দিব্য আলো, ভগবানের আলো-জগতের বিকাশপথ উন্মোচনের আলো।

বিদ্যাম্ চ অবিদ্যায়াম চ যঃ তৎ উভয়ঃ ভাবম ভয়ম সহঃ।
অবিদ্যায়া মৃত্যুম তীর্বত্বা বিদ্যায়াম অমৃতম্ অশ্নুতে। (ঈশ. উ.-১১)

ভগবানকে যথাযথভাবে জানাই হল বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা এটি। যথাযথভাবে ভগবানকে জানবার অর্থ হল তিনি যেমনি হয়ে জগৎময় হয়ে উঠেছেন তেমনটির আস্বাদন করতে উপযুক্ত হয়ে যাওয়া। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত চেতনকে মনের জন্য করেছেন উদার দান। মুক্তির পটভূমিটি তাঁকে জানবার পটভূমি। বন্ধন থেকে মুক্তিই লক্ষ্য হবে সাধকের। বন্ধন হল ক্ষুদ্রত্ব, এটি অবিদ্যা। জগৎ বিষয়ে বিক্ষেপ, অর্থাৎ আনন্দ-দুঃখ হল বন্ধন। নিজের নিজের বলে ভাবা, জগতের সব রকমের মানবিক সম্পর্কের বিনাস হল বন্ধন। যা কিছুর মধ্যে রয়েছে নিজের অহং পরিচয়কে কেন্দ্র করে যুক্ত ও আবর্তিত হওয়া সে সবই বন্ধনের সূত্র, বন্ধন সবই মানবকে জগৎ মাঝে আবদ্ধ করে রাখে-ভগবানকে দূরে ঠেলে দেয়। একান্তভাবে যদি কোন প্রাণ-মন ভগবানকে শরণ নেয়, বরণ করে নেয় তাঁর আহ্বান তবে তার এসে যায় সুযোগ জগতের মাঝে ভগবানকে আপনার করে নেওয়ার। মানুষের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ আপনত্বের বোধ ও বিশ্বাস ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমন আপনত্ব যেন চিন্তায়-কর্মে-ধ্যানে-জ্ঞানে সর্বাবস্থায় ভগবান সাথি হয়ে বিরাজ করবেন তার সঙ্গে। ভগবান স্বয়ং এই পরিচয়কে বরণ ও গ্রহণ করেন। এই সময়ে জগতের সব সম্পর্কাদির আত্যন্তিক পরিচয় শিথিল হয় অথচ জগৎ মাত্রার ভালবাসা-সেবা-জাগতিক সব কর্তব্য সবই থেকে যায়। পরিপূর্ণভাবে জগতের একজন হয়েও সে থেকে যায় অধরা, হয়ে ওঠে মুক্ত।

প্রেরণার স্পর্শ ঃ

এতা ত্যা তে শ্রুত্যানি কেবলা।
যৎ এক একম্ অকৃর্ণোঃ অয়জ্ঞম্।
মাসাং বিধানম্ অদধা এধি দ্যানি।
ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতা। (ঋ. বে. ১০/১৩৮/৬)

জীবন মাঝে এসেছে যে ভাব প্রভাব এই সময়ে।
তোমারই প্রেরণার স্পর্শ হোক জীবনে স্বতঃ অন্বীত।
এখনই তোমার দেওয়া স্বাতন্ত্রের শক্তি হয়েছে জাগ্রত।
ঐ অনন্তের পথ মাঝে হবে নিত্য বিকাশের স্থিত প্রভা।
এই অনন্ত পথের দৃপ্ত প্রভা দিয়েছে জীবনে মুক্তির স্বাদ।
এই প্রজ্ঞার প্রভা করে আশ্রয় হয়েছ তোমার ব্যাপ্তি।
তোমারই কৃপার পরশ দিয়েছে অন্তরের শক্তি এখন।
জীবন মাঝে হবে এই ভাগবতী বিকাশ পর্বের প্রবাহ।

জীবনে দেবসূর্যের স্পর্শ ঃ সূর্য রশ্মিঃ হরিকেশঃ পুরস্তাদ।
সবিতা জ্যোতিঃ উদয়ম্ অজস্রম্।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্।
তং এস পশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/১)
দেবসূর্যের বিকাশ হয়েছে দিতে আলোক প্রভা
জীবনের সর্বত্র হবে এখন নিত্য নিবেদনের এই প্রয়াসে।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে সৃষ্টি ঐ দিব আলোক স্পর্শে
এখন হয়েছে সময় করতে মন্থন ঐ দিব্য জ্যোতি প্রবাহ।
জীবনের জন্য এসেছে এখন নিত্য প্রকাশ মাধুর্য।
এই জড় আয়তনের মাঝে হয়েছে নিত্য প্রকাশের আবর্তন।
দেবতার ঐ দেবদৃষ্টি হয়েছে মূর্ত জীবনের কর্ম পর্বে।
এখন দিব্য চেতন করবে সমৃদ্ধ জীবন মাঝে কৃপার পরশে।

শিখাময় চেতন সামর্থ ঃ নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আসং।
আপ গ্রিবন্ রোদসী অন্তরীক্ষম্।
সঃ বিশ্বা আচীরভি চষ্টেঃ ঘৃতাচিঃ।
অন্তরা পূর্বম্ অপীচ চ কেতম্। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/২)
জীবন মাঝে হয়েছে মূর্ত মানবের আবর্তে।
দেবলোকের আগ্রহ বার্তায় হয়ে দৃঢ় মানস প্রতিমায়।
এখন মানস প্রভা হোক মূর্ত জীবনের এই পর্বে।
দিব্য আলোক এখন করেছে মূর্ত জীবনর মন্থনে।
ঐ অনাদি অনন্তের নিত্য প্রভা এখন হবে স্বতঃই মূর্ত।
নিত্য শিখাময় ভাবপ্রদীপ এখন হবে জীবনের প্রেরণা শক্তি।
তোমারই দেওয়া আলোক প্রদীপ করেছে মূর্ত জীবন।
ক্ষণ মাঝে এসেছে নিত্য প্রকাশ তোমায় নিত্য বরণে।

জগৎ মাঝে দিব্য কর্মপ্রবাহ ঃ রায়ো বুধ্নঃ সংগমনৌ বসুনাং।
বিশ্ব রূপাভি চষ্টে-শচীভিঃ
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
ইন্দ্রঃ ন তস্যৌ সমরে ধনানাম্। (ঋ. বে. ১০/১৩৯/৩)
এখন সত্যধর্মের হয়েছে ক্ষণ জগৎ ব্যাপ্তির।
ঐ মহাকাশের পটভূমিতে এসেছে জীবনের স্পন্দন।
জ্যোতিষ্মান চেতন প্রবাহ হয়েছে উজ্জীবিত।
এখন হোক নিত্য দিনের ভাবমণ্ডল পূর্ণ-চৈতন্যে।
দেবসত্যের প্রকাশ হবে পরমের স্পন্দন উন্মোচনে।
এখন আসুক নিত্য প্রকাশ মাধুর্য সাধন পরিপূর্ণতায়।
তোমারই এই ভাগবতী চেতন হবে পূর্ণতায় ভাস্বর।
এখন নিত্য প্রভা করবে সৃষ্টিমাঝে দেবসত্যের প্রসার।

স্বরূপের সন্ধানে ঃ ভগবানকে জগৎ থেকে পৃথক করে নিয়ে অধ্যাত্ম বিকাশ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম পরিচয়, বিশেষ করে, মানব সভ্যতার আদি অধ্যাত্ম বিকাশ হল বেদ। ঋষিগণ বেদ পরিচয় পেয়েছেন উপলব্ধির মাধ্যমে। উপলব্ধির পর্ব সমূহ এক এক করে বেদমন্ত্রের উপস্থাপন করেছে। ভগবানকে যথাযথভাবে অনুভবের মধ্য দিয়েই এই মন্ত্র চয়ন। যারা দর্শনের

বা সাহিত্যের দৃষ্টিতে এর বিচার করতে গিয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচারে ভুল রয়েছ। পাশ্চাত্যের মনীষাকেই পরাধীন ভারতবর্ষের পণ্ডিতবর্গ ওদের মত করেই গ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক স্তরে দেশবিভাগ ও ঘোষিত স্বাধীনতা এই ভাবধারা ও মতের অধীনতাকে খর্ব করতে পারেনি। এজন্য মৌল দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে রয়েছে ওদের কথা ও মত অনুযায়ী। এমন করেই ভারতের আদি ঐতিহ্যের মান খুন্ন হয়েছে, হচ্ছে।

অন্যৎ এব আহুঃ সম্ভবাৎ অন্যৎ আহুঃ অসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুমঃ ধীরাণাং যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে। (ঈশ. উ.-১৩)

জগৎ ও ঈশ্বরকে তফাৎ করে ভাববার যে প্রবণতা এটি অজ্ঞানতার স্বাক্ষর। ভগবানই সর্বভৌম। তিনি স্বতঃই সমস্ত জীব-জড়ের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছেন। ভগবানই বিশ্বব্যাপ্ত, বিশ্বাত্মা হয়ে অপরিচয়ে অদৃশ্যে বিরাজমান। তিনি অনিমা-লঘিমা-দ্রাঘিমায়— অতিক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ও বৃহতে বিরাজ করছেন। সর্বত্রই তাঁর এই বিরাজমানতা হয়ে রয়েছে মানব দৃষ্টির অগোচরে। কোথাও তাঁর উপস্থিতি হয়তবা অনুমান করা যায়, আবার কোথাও যায় না। নিত্য সত্য তাঁর থেকেই উৎগত। তিনি স্বয়ংই সত্য। তিনিই সকল সত্যের উৎস ও আকর। ভগবানের সত্য যখন শাশ্বত-সনাতনী তখন তিনি কালের সীমার উর্দ্ধে। আবার সহজেই তিনি কালের প্রবাহের মধ্যে হয়ে থাকেন স্থিত। এজন্যই সাময়িক আর তাৎক্ষণিকের জন্য জগৎ প্রকৃত মাতৃরূপা হয়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতি মাতা হয়ে তিনি জীবত্বের বৈশিষ্টকে প্রকাশ করে ভরিয়ে দিতে পারেন। শুভ্র জ্যোতির্ময় ভাগবতী প্রকাশ জগৎ মাঝে হবেন উন্মুক্ত জীবনকে করে মুক্ত।

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্য অপিহিতম মুখম্ঃ
তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। (ঈশ. উ.-১৫)

অনন্ত-অসীম তিনি সীমার বন্ধনে এসে যান সত্যার্থীর আকূল আবেদনের প্রভা। অধ্যাত্ম বিকাশের পথগুলিকে মেলে ধরতে হয়। মনের বাতাবরণ এখন হয়ে উঠবে অনন্ত পথের প্রয়াসী। একদিকে ঐ অনন্ত শক্তিকেই বরণ করে নেওয়ার পথ রয়েছে। প্রায় উন্মোচন এই পর্ব হয়ে উঠতে পারে সাধন উড়িয়ে দেবেন। উপলব্ধির গভীরে গিয়েও সাধক এটি বুঝবেন যে সুবর্ণ জ্যোতির্ময় এই অন্ত-স্থিত বিষয় পাত্র সৃষ্টির মধ্যে পাত্রস্থিত হয়েছে আদি চিন্ময় এই পাত্রস্থিত বস্তু জগৎ ও জীবনের একান্ত আত্মতত্ত্ব অমৃতময় বস্তুটি ঐ জগৎকে মহাসত্যের স্পর্শে সুন্দর জাগ্রত হয়ে রয়েছেন। জাগ্রত আবার এরই মধ্য দিয়ে উঠবে অন্তবিস্তৃত এই মহান শক্তি।

পূষন এক ঋষে যম সূরয় প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
যৎ তে রূপং কল্যাণ তমং তৎ তে পশ্যামি
যঃ স্বঃ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি। (ঈশ. উ.-১৬)

মহান প্রকাশ সূর্য হয়ে তিনি জগৎ মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভাগবতী ভাবে দীপ্ত। তিনি দিয়েছেন ছড়িয়ে জ্ঞান বিকাশের পথে। এক ও অদ্বিতীয় তিনি জগৎমাঝে করে চলেছেন অনন্য চেতন প্রবাহ সহযোগে। তিনি এই একান্ত বিকাশ পর্বকে ক্রমে বিপুল একত্বে বিশ্বমাঝে তাই তাঁরই প্রেরণায় সাধন জীবন বিরাজ করছেন বিপুল এই বিশ্বব্যাপ্ত ভাগবত্তায়। এজন্য ভারতের এই অধ্যাত্ম পরিচয়কে বরণ করেই এর গভীরে এমন করেই গড়ে উঠবে জীবনের প্রজ্ঞা সঞ্চয়।

ভগবানের বহু বিচিত্র সব প্রকাশ রূপ হয়ে রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে এখানে-ওখানে-সেখানে। এরই মধ্যে তাঁর নিজের যে স্বপ্রকাশরূপ যেটি কল্যাণতম। নিজকৃত সৃষ্টির সূচনায় তাঁর একান্ত আপনত্বের বোধে বিধৃত হয়েছে এই সৃষ্টি পর্ব। তাই সৃষ্টির প্রতি ভগবানের করুণা ও শুভচেতনার বোধ স্বাভাবিক তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে প্রাথমিকভাবে সৃষ্টির প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত। সৃষ্টির এই প্রকৃতির মাঝে হয়েছে তারই নিজ দ্যোতনা-নিজস্বতার, একান্ত আপনত্বের বোধ। এমন বোধই জীবনকে একদিকে এগিয়ে নিয়ে আসে ভগবানের দিকে আবার অন্যদিকে ক্ষণপর্যায়ে ক্রম উন্মেষে জীবনের মাঝে ঘটে যায় রূপান্তর। স্বরূপে ভগবানের দর্শন আর অনুভবই হয়ে উঠবে সাধন পরিণতি।

প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম ঃ এষ ব্রহ্মঃ এষ ইন্দ্রঃ এষঃ প্রজাপতিঃ।
এতে সর্বে দেবাঃ।
ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি
পৃথিবীঃ বায়ুঃ আকাশঃ আপঃ জ্যোতিষিঃ।
ইতি এতানি চ ইমানি চ।

ক্ষুদ্র মিশ্রানি ইব বীজানি ইতরানি ইতরানি চ।
অন্তজানি কারুজানি স্বেদজানি
উদ্ভিজ্জানি অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষঃ হস্তিনঃ।
যৎ কিম্ চ ইদম্ প্রাণি জঙ্গমং চ।
পতত্রি চ যৎ চ স্থাবরম চ
সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্।
প্রজ্ঞানেত্রঃ লোকঃ প্রজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠা।
প্রজ্ঞানং ব্রহ্মঃ। (ঐত. প. ৩/১/৩)

ব্রহ্মদর্শনস্নাত জীবন ঃ প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত সাধন প্রাণ-সর্বত্রই দেখে ভগবানের দিব্য স্পর্শের প্রভা। প্রতিটি জীবনেই তাঁর উপস্থিতি রয়েছে। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ -ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ভগবানের উপস্থিতি। প্রতিটি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে ভাগবতী স্পর্শের অনুভূতি যখন হয় প্রজ্ঞার উন্মোচন। প্রজ্ঞার পথেই হয় জীবনের শাশ্বত সনাতনী ভাব উন্মোচন। অনুভূতির সূচনাতেই জানা যায় যে ঐ অনন্ত চেতনের এই দীপ্ত চেতন যখনই হয়ে উঠবে এই জীবন মাঝে তাঁর অনুভূতির প্রভা স্বতঃই জীবনের পর্বে পর্বে উন্মোচিত হয়ে জীবনকে বরণ করে নিয়েই এই জীবন পথে ঐ প্রজ্ঞার প্রয়াসে অনুভব স্রোত জীবনের অববাহিকতায় হয়ে উঠবে একান্ত নিবেদিত। এই নিবেদনই জীবনকে বরণ করে নেবে একান্ত আগ্রহে। এমন করেই হয়ে ওঠে সাধন নিবেদন সমূহকে একাগ্রতায় বরণ করে সর্বদাই সর্বক্ষণে তাঁর রূপময় অরূপের এই উপস্থিতিকে একান্ত আপনত্বে করবে বরণ। একান্ত এই বরণীয় সব নিবেদন হয়ে ওঠে জীবনের নিশ্চিত পরিণতির সংযোজন। এমন করেই জগৎ মাঝে জীবনের বিজয় হয়ে উঠবে ভাগবতী বিজয়।

বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতং অথঃ ইদম্ ভস্মান্তম্ শরীরম্।
ওঁম্ ক্রতো স্মরঃ কৃতম্ স্মরঃ ক্রতো স্মরঃ কৃতম্ স্মরঃ। (ঈ. উ. -১৭)

অনন্ত অসীম তাঁর বিস্তার। তিনিই হয়েছেন জীবনের কাছে অধরা হয়ে থাকা অচঞ্চল এই ক্ষণ যেন মনের চাঞ্চল্যকে আশ্রয় করে নিয়েই সময়ের পথ বেয়ে এগিয়ে চলবে জীবন পথের কর্মরাজি। এমন করেই প্রতিটি ক্ষণের মধ্যে হয়েছে সম্ভাবনার স্ফূরণ ভগবৎ উপলব্ধির পরশ প্রাপ্তির। ভগবৎ উপলব্ধি সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই হয়ে উঠতে পরে। যেন বায়ুর মত। নির্মল বায়ুর প্রবাহ দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে সর্বদা বিরাজমান হয়ে যায়। এমন করেই এই অনন্ত প্রবাহের পর্বে হয়ে উঠতে পারে জীবনের একান্ত দীপ্তি। ভগবৎ ভাব পরশ যেন অনাবিল আবর্তে সর্বাবস্থায় বায়ুবাহিত হয়ে জীবনে জীবনে নিয়ে আসবে পরশ। এই জীবন পরিচয় শরীর আর যা কিছু রয়েছে জীবন পর্বে একান্ত উন্মোচনী তাকেই বরণ করে তার সীমার বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। এমন করে হবে জীবন মাঝে ভগবানের অনুভব একান্ত আবেশে বরণ করে নেওয়ার জন্য সবই আত্মস্থ করে নিয়ে এগিয়ে নিয়েই বরণীয় সব বিষয়কে বরণ করেই ভাগবতী ভাব আহরণ।

অগ্নে নায়ে সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেবা বয়ুনানি বিদ্বান।
যুয়ঃ অধ্যস্যম্ অজঃ জুহরানম্ এনস্ট ভূয়িষ্টাংতে নাম উক্তিম্ বিধেম্। (ঈশ. উ.-১৮)

এই মহাবিশ্বে রয়েছে উপস্থিত বিশ্বনাথ স্বয়ং। বিশ্বমাঝে বিশ্বনাথের এই উন্মোচন হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে হয়ে উঠবে যেমন করে দেখা যায় অন্তরের মাঝে। যার প্রাণে মনে অন্তরে ফুটে উঠবে এই অনন্তের স্পর্শ, আসবে কোষাভ্যন্তরের মাঝে একান্ত বিকাশের ক্ষণ সমূহ। প্রতিটি ক্ষণই মহাকালের কাল প্রবাহের অভ্যন্তরে হয়ে থাকা নিত্য প্রকাশের প্রবাহ। এই প্রবাহ জীবনের চেতন সঞ্চারকে। চেতনপ্রবাহ জীবনের মাঝে যেমন প্রবাহিত তেমনি মহাবিশ্বের বিশ্বচেতন হয়ে রয়েছে সর্বত্র অন্তরে বাইরে সদা ব্যাপ্ত। এই বাপ্তি যেমন চারদিক থেকে আবেষ্টন করে রাখে, তেমনিই হয়ে উঠবে অন্তরে একান্ত ব্যাপ্ত। এই উপলব্ধির নিত্য ব্যাপ্তি যেমন অনন্ত অসীম একান্ত নিবেদিত। জীবন মাঝে এই একান্ত সংযোগের অন্তহীন চেতন সংযোগ যেন গড়ে তুলবে জীবনের জন্য পরম নিবেদন। এই পরম নিবেদন একান্ত নিবিড় পরিচয়হীন এক চেতন সংযোগ গড়ে তুলবে। উপাধিবিহীন, পরিচয়বিহীন অনন্ত চেতন সাগরের এখন তীরবর্তী সংযোগে কর্মের বন্ধনহীন জীবন প্রবাহ এখন গড়ে উঠবে। এই ভাগবতী ভাব দীপ্তি জীবন মাঝে এখন হবে প্রবল। ভগবৎ প্রজ্ঞার পরশ এখন অন্তর জগৎকে গড়ে তুলবে এক মহাভাগবতী জীবনপ্রবাহ রচনায়। ভগবানই জীবনময় মূর্ত এখন।

—ঃঃ—

তুমিই জ্ঞান

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তুমিই বৈদিক যজ্ঞ, মন্ত্র
তুমি নিজেই সমস্ত উপাদান
তুমিই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ
তুমিই অগ্নি, তুমিই ঘৃত
তুমিই হোম, তুমিই আহুতি
তুমিই জগতের পিতা, মাতা
পিতামহ, তুমিই বিধাতা
তুমিই জ্ঞান, তুমিই জ্ঞেয়
তুমিই শুদ্ধিকারক পবিত্র শব্দ 'ওম'
তুমিই ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ
তুমিই লক্ষ্য, তুমিই একমাত্র গতি
তুমিই ধারক, তুমিই পালক
তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুহৃদ
তুমিই সৃষ্টি, বিনাশ, তুমিই স্থিতি
তুমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক
তুমিই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি
সূর্যরূপে তুমিই তাপ, তুমি উত্তাপ
তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম বস্তু পৃথিবীর
তোমাতেই প্রণিহিত হই প্রভু
তোমার সম্মুখে প্রণিপাত হয়ে
তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

—ঃঃ—

শ্রীকৃষ্ণকথা

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

আমাতেই মন স্থির রাখো
আমাকে সমর্পণ করো বুদ্ধি।
আমাতেই আবাস বসবাস করো সদা
আমাতেই মনোনিবেশ করো।
যোগের অভ্যাস দ্বারা ভক্তিভরে সর্বদা
আমাকে স্মরণ করো।
আমার জন্য কর্ম করো
নিযুক্ত হও একনিষ্ঠ হও
ভগবৎ প্রীতিকর কর্মে।
নিরাসক্ত হয়ে আমাতেই সমর্পিত
করো সবই সমর্পণরূপ যোগাশ্রয়ের দ্বারা।
শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয়তা দৃঢ় করো
যোগাভ্যাসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেয়
আবার এসব অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ মাধ্যম
তাতে সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়
শান্তির জন্য ভগবৎ পথের জন্য এ সবই জরুরি।

—ঃঃ—

নিবেদিতার বিপ্লবী উদ্যোগ

পার্থসারথি বসু

স্বামীজীর সাথে এক সাক্ষাতকারের বিবরণ দিতে গিয়ে মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, " Swaraj held hopes before us. He said, " India had a glorious past, India will have a future certainly more magnetic or else, God in nature will lose all meaning.

স্বামীজী আমাদের সম্মুখে আশার উজ্জ্বল ও চিত্র তুলে ধরেছিলেন, তিনি বললেনঃ "ভারতের অতীত দিন গৌরবোজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বলতর, তানা হলে প্রকৃতির ঈশ্বর অর্থহীন, হয়ে পড়বেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সাথে ভাবীকালের এক মহাবিপ্লবীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়লে আর কোন সন্দেহ থাকে না স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জেগে উঠুক "অভী" মন্ত্রে। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যুবশক্তি দেশকে স্বাধীন করুক, ঝাঁসির রাণী যেভাবে অস্ত্র হাতে ইংরেজশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ভারতবাসী তবেই যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করে। সাহেবদের সাথে কোলাকুলি করে প্রেমের বুলি আউড়িয়ে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক তা স্বামীজী কখনও চাননি। স্বামীজীর এই স্বপ্ন কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল সেই আলোচনায় আসবে আগে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ এই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের বিবরণে।

হেমবাবু লিখছেন, " The patriot-saint blessed me with a gentle look and said "Man-making is my mission of life. Hemchandra; You try with your comrades to translate this mission of mine into action of reality. Read Bankim Chandra and emulate his 'Desha-Bhakti' and 'Sanatan Dharma'. Your duty should be service to the Motherland. India should be freed politically first."

With reverence and awe we paid homage to the Hero. And he seen smiled on us in benediction,"

(দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ "মানুষ গঠনই আমার জীবনের ব্রত। হেমচন্দ্র! তুই এই তোর বন্ধুদের নিয়ে আমার ব্রতকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা কর। বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়বি। তাঁর দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুশীলন কর। মাতৃভূমির সেবাই তোদের কর্তব্য। সর্বাগ্রে ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।"

শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে আমরা যুগনায়ককে প্রণাম করলাম। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ মৃদু হাস্য আমাদের আশীর্বাদ করলেন।)

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম, তার অমর সৃষ্টি "বন্দেমাতরম" এবং 'আনন্দমঠের সশস্ত্র বৈপ্লবীক দৃষ্টিভঙ্গী স্বামীজীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই তিনি ভাবী বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষকে উপদেশ দিলেন ইংরেজকে অস্ত্রের সাহায্যেই এদেশ থেকে তাড়াতে হবে।

স্বামীজী যে শুধুমাত্র সহযোগী ভারতের ধর্মীয় জীবনের মহা উত্থান করেছিলেন তাই নয়, এক দেবপুরুষ হয়েও তিনি একজন স্বাধীনতাকামী বৈপ্লবিক পুরুষ। যিনি চাইতেন ভারবর্ষের মানুষ বীর্যবান হোক, বীরের মত সংগ্রাম করে শুধুমাত্র ভারতের পুরুষের নয় ভারতীয় নারীও জীবন উৎসর্গ করুক স্বাধীনতা যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁসীর রাণীর মত, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে স্বামীজীর এই ইচ্ছা প্রমাণিত সত্য। তিনি নিজে এবং নিবেদিতার মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লববাদের সমর্থনে কাজ করে গিয়েছেন, স্বামীজীর সম্মতিতেই ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রিয় ভারতবর্ষ দীর্ঘ পরাধীনতার দুঃখ এবং দৈন্যে ধ্বংসের মুখোমুখি, ভগবানকে নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই উন্নততর অসীম শক্তিমান নির্ভীক স্বাধীনচেতা জাতির অভ্যুদয়। চাই পুরুষের সাথে সাথে নারী জাগরণ। ভগিনী নিবেদিতা যে তাঁর স্বপ্ন এবং সাধনার যোগ্য উত্তরসাধীকা তিনি সে বিষয়ে ছিলেন নিশ্চিত, স্বামীজী যোগের চরম ভূমিতে আরোহণ করেও যে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে গেছেন প্রখ্যাত লেখক গবেষক স্বামীজী-নেতাজীর একান্ত অনুরাগী শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর গবেষণামূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "নিবেদিতা লোকমাতা"-য়।

লিজেল রেঁম এই সূত্রে বিভিন্ন সময়ে আমাকে (শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে) যে সব চিঠি লেখেন, তাদের থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থিত করছি। পত্রগুলির বক্তব্য অবির্তকে গৃহীত হবে এমন মনে করি না। তবে যিনি নিবেদিতার জীবনীর উপর প্রথম ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের গহন অংশের উপর প্রথম তীব্র আলোকসম্পাত করেছেন। তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা উচিত। লিজেল রেঁম লিখেছেন ঃ "আমি ১৯৩৪ সালে স্বামী যতীশ্বরানন্দের মধ্যবর্তিতায় মিস ম্যাকলাউকের পরিচিত হই, স্বামী যতীশ্বরানন্দ শুনেছিলেন-জ্যা এবরঁ এবং আমি স্বামী বিবেকানন্দের চারটি যোগমন্ত্র ফরাসিতে অনুবাদ করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত মিস ম্যাকলাউড কয়েকবার জেনিভায় এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, আমরা প্রথমে জ্ঞানযোগের অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম।

"মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যাবলীর বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনেছিলাম।

মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার সম্বন্ধে খুবই উচ্চভাষায় কথা বলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের জন্য যে-কাজ করতে পারেননি, ভারতবর্ষে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য নিবেদিতাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। নিবেদিতার আইরিশ, বিপ্লবকে ঐতিহ্যে লালিত। বিপ্লবী প্রিন্স-ক্রপটকিনকে তিনি জানতেন। প্রিন্স ১৮৯৪ সাল থেকে ইংল্যাণ্ড নির্বাসিতের জীবনযাপন করছিলেন। নিবেদিতা নিজে গুপ্ত সংস্থার সদস্য ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্তসংস্থার কাজ করার দক্ষতার সম্বন্ধে নিবেদিতা অবহিত ছিলেন।

"১৯৩১ সালে আমি মিস ম্যাকলাউডের ইংলন্ডে তাঁর স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়াছিলাম। জ্যা এবরও সঙ্গে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ডেস্ক থেকে চার ড্রয়ার ভর্তি নিবেদিতার চিঠি আমাদের দেখালেন। তাদের মধ্যে কতগুলি দারুণ আগ্নেয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যোগের সংবাদ সেগুলিতে ছিল। মিস ম্যাকলাউড সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

তিনি বললেন ঃ 'নিবেদিতা এই সব কাজ স্বামীজীর নির্দেশে এগুলি করেছিলেন। ভারতে নিবেদিতার সঙ্গে অন্যান্যদের এই বিষয়কে যোগাসন স্বয়ং স্বামীজীই করেদিয়েছিলেন, তিনি নিবেদিতাকে নিজের রাজনৈতিক কর্ম সমাধা করবার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, কারণ জানতো যে, নিবেদিতা ঐ কাজ করতে সমর্থ। লন্ডনে যে-সব বস্তীতে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্রে ছিল, যে সব জায়গায় স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে নিয়েছিলেন"। "নিবেদিতা লোকমাতা" পৃঃ ২৮-২৯

উল্লেখিত তথ্যসূত্র প্রমাণ করে স্বামীজী ভারতবর্ষের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সাথে একাত্ব ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজে প্রকাশ্যে বিপ্লবী কর্মে যোগ না দিলেও হেমচন্দ্র ঘোষের মত অগ্নিযোদ্ধাদের বিপ্লবী কার্য উদ্বুদ্ধ করে দেন এবং তাঁর অসমাজ ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ভগিনী নিবেদিতাকে রেখে নিয়েছিলেন যা নিবেদিতা গভীর নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ইতিহাস তার সাক্ষী।

কিন্তু এ নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে যেন একটু বিব্রতভাবে উত্তর করেন, "আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও তোমরা? আমার ভাবনা আর ভাষায় রূপধারণা, দৃষ্টির মোড় ফিরেছে ভিতর পানে। এখন আছি এক নতুন ভূমিতে।"

মিসেস লেগেটের বাড়ীতে গান-বাজনার সান্ধ্য আসর বসে, কখনো-কখনো বিবেকানন্দ ওখানে যান, এমা কালভে যে যুগের জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁর গান শুনে স্বামীজী আনন্দ পেতেন। এর আগে আমেরিকার সব বক্তৃতা সভাতেই এমাকে দেখেছেন।

এক সন্ধ্যায় বললেন, "যে ভূমিকায় তুমি সবচেয়ে আনন্দ পাও, সেই ভূমিকায় তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে, কী সে ভূমিকা বলো তো?"

এমার মুখ-চোখ আগুন-রাঙা হয়ে ওঠে। বলেন, 'যখন কারমেন সাজি, তখন যান হয় ঘর-ছাড়া বাঁধন-ছেঁড়া যাযাবর তরুণী আমি, কিছু মনে করবেন না স্বামীজী, প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসরে আমার আনন্দতে আমি অমনি হয়ে পড়ি।'

'আমি গিয়ে শুনব,' স্বামীজী বলেন, বাধা দিয়ে নিবেদিতা বলে ওঠেন, কিন্তু সে অসম্ভব স্বামীজী, থিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না, দারুণ সমালোচনা সইতে হবে হাসি ফুটে উঠে তাঁর মুখে,

দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় লোকটির সঙ্গে নাট্যমঞ্চে গেলেন স্বামীজি। বিরতির সময় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শিল্পীর নেপথ্যে-গৃহে। স্বামীজীকে দেখে কোরাস-গায়িকারা বলাবলি করে, ধীর গম্ভীর সৌমদর্শন উনি কে? আমাদের এমার ওঁর এত ঔৎসুক্য?'

এমা বিব্রতভাবে ওঁকে অভ্যর্থনা জানান,

'তোমার কারামেন দেখতে এসেছিলাম, এমা,' স্বামীজি বলেন, তাকে খারাপ ভেবো না, সেও সত্য। সে তো মিথ্যা বলে না। তার উদ্দামতায় আত্মস্বরূপকেই অনাবৃত করে সে। যে মহীয়সী নারীর প্রার্থনার শেষে ম্যাডোনাকে বলেন, 'মা গো, আমার কথায় কান দিও না তুমি, আমি কামনার আগুনে পুড়ে মরতে চাই যা; তাঁদেরই জাত সে,'

পরদিন লেগেটের বাড়িতে অনুরোধ করেন, অনুষ্ঠানের শেষে সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুললে যে-গানে, আমার সেটি শোনাবে এসব? ওটি আমি লিখতে চাই।'

'লা ফার্সেই আজ? কি ও যে সমর সঙ্গীত স্বামীজী, কামান গর্জে উঠছে, সৈন্যরা হুঙ্কার ছাড়ছে...'

'হ্যাঁ, ওই গানটিই, ও-গানে নির্ভয়ের আগুন জ্বলে তোমাদের অন্তরে, দেশকে ভালোবাস তার জন্য প্রাণ দেবার প্রেরণা পাও তোমরা, তাই না? কল্পনায় দেখতে পাও, কিছু না ভেবেই নাগরিকরা কোন অদৃশ্য শক্তির আহ্বানে মাথা তুলে দাঁড়ান। আমার ছেলেদের এ গান শেখাব।' ঐ পৃঃ ২২৬-২২৭

উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি স্বামীজির সাধ্য পরাধীনতার গ্লানি এবং বেদনা কি তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করে বিপ্লবের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। তিনি চাইছিলেন ভারতবর্ষের সমুদ্র গর্জনের মত হুঙ্কার দিয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করুক। তা 'লা ফার্সেই মাসাজের মত সমর সঙ্গীত স্বামীজির হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলেছিল এবং এমা কালভের সুরে তিনি গানটি লিখে নিয়ে বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে গাইতেন।

বহু বৎসর পর এমা কালভে ভারতবর্ষে এসে বেলুড় মঠে যান এবং তখন যে সন্ন্যাসীরা স্বামীজীর কণ্ঠে, 'লা ফার্সেইয়াজ'-শুনেছেন তাঁরা এমার কাছে এই গানটি গাইবার জন্য অনুরোধ করেন, স্বামীজি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে গিয়েছিলেন আগামী দিনে তাঁরা এক মানস -সন্তান মি্নমিন্ করে অহিংসার নামাবলি গায়ে দিয়ে আবেদন -নিবেদনের পথে না গিয়ে অস্ত্র হাতে সামরিক শক্তি বলে 'কদম কদম বাড়ায়ে যায়-এর সমর সঙ্গীত গাইতে গাইতে সমরাঙ্গনে যাবেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির সংঙ্কল্প নিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন যোগীপুরুষ হয়েও ভারতের পরাধীনতা তাঁকের প্রবলভাবে মুক্তি সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ করেছিল, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রক্তপাত হবে তাতে যে স্বাধীনতা আসবে এর ফলে ভারতবাসী পরিপূর্ণ

ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে, স্বামীজী জানতেন রক্তের বিনিময়ে যা লাভ করা যায় তা চিরস্থায়ী হয় এবং ভবিষ্যৎকে প্রেরণা দেয়।

লিজেলরেঁম শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে লিখেছেন, "১৯৪৮-৪৯ সালে যখন আমি ১৯০২-১৯১১ পর্বের পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি দিনের পর দিন উল্টোই তখন সেগুলিতে নিবেদিতার লেখা বহু সম্পাদকীয় দেখেছি। যেগুলি স্বাক্ষরিত নয়—স্টাইল অনুযায়ী সেগুলিকে নিবেদিতার বলে মনে করেছি। নিবেদিতার কালে কার্যরত বাগবাজারের কিছু প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। সেসব দিন ছিল বিপদ ও আতঙ্কের, নিবেদিতার বাড়ী থেকে লেখাগুলি ছাপাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। নিবেদিতা বহু বিষয়ে খবর রাখতেন।

"১৯৩৮ সালে-এর সঙ্গে বিনয় সরকারের সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন স্বদেশী যুগে বাড়ীতে সাবান তৈরী হত, আর সেগুলি বিক্রীর জন্য নিবেদিতা বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরতেন-উদ্দেশ্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলা, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা স্বদেশী বক্তৃতা করেছেন। ছেলেদের সক্রিয় কার্য প্রনোদিত করেছেন।

'১৯৩৮ সালে আমি জেনিভায় বন্দেমাতরম অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে ছদ্মনামা কয়েকজন ভারতীয় সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা ওখানে গিয়েছিলেন। জেনিভা থেকে তাঁর লেখা একটি চিঠি আছে। ১৯৪৭ সালে অফিসটি বন্ধ হয়ে যায়।

"এস র‍্যাটক্লিফ এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসূত্র, র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুর পর আমি, এক তাড়া চিঠি পাই'—নিবেদিতার সেই চিঠিগুলি নূতন, আমার বই শেষ হবার পরে সেগুলি পেয়েছি।'

'মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, এগুলি একবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা, স্বামীজি তাকে কিছুই করেছিলেন, চন্দন নগরের মধ্যে দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে। আমি সেগুলি দেখেই। অস্ত্রসহ একটি লোক ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায় নি।

'আমরা মিস ম্যাকলাউডকে ঐ সব চিঠি নষ্ট করতে দেখেছি। তিনি বললেন, ঐ সব অতীত ইতিহাস, সে যাইহোক, একদিন ভারত স্বাধীন হবে—স্বামীজি খুশী হবেন।

'নিবেদিতা লোকমাতা'-শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২য় খণ্ড, ৩০-৩১

ভগিনী নিবেদিতাকে মাধ্যম করেই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মাটিতে গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি একথাই প্রমাণ করে এবং স্বামীজি ইহলোক ত্যাগ করবার পরও নিবেদিতা আজীবন এসংগ্রাম থেকে বিরত হননি।

চির নমস্য ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীরা এবং এই সশস্ত্র সংগ্রামের যিনি সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন স্বামীজি এবং নিবেদিতার উত্তর সাধক।

—ঃঃ—

ঘর তো আছে সবার, ঘরের মালিক ক'জন

মনোজ বাগ

জগতে যত জীব আছে, যত জড় বস্তু আছে প্রায় সবই যে যার নিজের মতো। কীটস্য কীট থেকে মানুষ, অতিসূক্ষ্ম কণা থেকে বিরাট সমুদ্র-পাহাড়-পর্বত ভূমি; প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই সবের বিশেষত্ব ও পরিচিতি। এই পরিচিতি বাহ্য গড়ন, অন্তর্প্রকৃতি, জীবের ক্ষেত্রে স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির কারণেই। কিন্তু বস্তু ভাবে বা জীব ভাবে যে যাই হোক, উৎপত্তিগত দিক থেকে সবই কোন না কোন উৎসের জাতক। সবাই-ই কোন না কোন সত্যের প্রতিনিধি। বাপ-মা থেকে যেমন সন্তান, তেমনি জগতের প্রতিটি অবস্থারই আছে পূর্ব ও পর। তবু এ সবেরই আধার এক পরম সত্য। সারা বিশ্বের মানুষ যে সত্য নানা ভাবে বুঝেছে, বুঝছে। তারপরও মানুষ থেমে আছে নিজের বৃত্তেই; নিজের গণ্ডিতেই। আপাত যা, তাতেই মেতে আছে মানুষ। পরম ভাবে থাকার ধৈর্য বা সাহস মনুষ্য সমাজের সবাই আজও অর্জন করতে পেরেছে কী? প্রশ্নটা আজও মানুষের সমাজেই আছে। জীবনের পরম বাস্তবটি, আমি (প্রতিটি জীবই) ঈশ্বর দিয়ে তৈরি, ঈশ্বরে তৈরি, ঈশ্বরের তৈরি। ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বরই গ্রহ-এই শোনা বা পড়া সত্যের সম্যক দর্শন কী আমার হয়েছে? যদি তা হয়েছে, তা হলে সত্যাসত্যের ধারণা আমার হয়েছে। এখন আমার চাই ধ্যান। নিরন্তর ধ্যান। ধ্যান মানে সমগ্রতার দর্শন। কোন বিশেষের অভিনিবেশেই তা সীমায়িত নয়। ঈশ্বর দর্শন প্রতীকে, চিহ্নে বা বিগ্রহে করার সংস্কার মনুষ্য সমাজে বিশ্ব জুড়েই আছে। ঈশ্বর সাধনা, অণু থেকে বিভু, সবের মধ্যেই মহাবিশ্বের সত্য বা পরম সত্যকে দেখার সাধনা।

জগতের যা গড়ন, তাতে বাহ্যত আমরা যাই দেখি, সবই আছে কারো না কারো অন্তরে, কোন না কোন অন্তরে। তাই বাইরে থেকে যা দেখছি, তার ভিতরে আছে আর এক সত্য। সেই অন্তর সত্যের ভিতরও আছে আরো অন্য সত্য। যাদের বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে না। পদার্থকে বাইরে থেকে দেখছি, সেটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়। তার অন্তরে আছে তার অণুর অবস্থা, অণুর ভিতরে আছে পরমাণুর ভিতরে আছে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন, তারও ভিতর আছে আরো সূক্ষ্ম কণা কোয়ার্ক, লেপটন। এক খণ্ড বস্তুকে বাইরে থেকে দেখলে তার মধ্যে কতগুলো অণু কী পরমাণু বা টি ইলেকট্রন-প্রোটন বা কোয়ার্ক আছে তা বোঝা যায় না। অথচ বাস্তবিকই তা আছে এবং সবটাই আছে এক পরম সত্য, যা সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বর্তমান। বাহ্যত একটা আধার, তার ভিতর আর এক আধার, তার ভিতর আবারও এক।

যেন, ঘরের মধ্যে ঘর, সেই ঘরের মধ্যে আবারও ঘর। সেই ঘরের মধ্যে আবারও ঘর। যদিও সব ঘরেই বিরাজ করেন তিনি, যিনি পরম ঈশ্বর। যে ঘরের বাইরে বাহ্যত কিছু নেই, যে ঘরের ভিতরেও দৃশ্যত কিছু নেই, সেই ঘরেরও সবটা জুড়ে আছেন সেই তিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর। পরম ঈশ্বরই আমাদের চোখে দেখা বহির্জগৎ, পরম ঈশ্বরই আমাদের অন্তর্জগৎ। একটি চেতন-কণা বা চৈতন্যময় সত্তা ব্যক্তি হিসাবে বিরাজ করেন এই দুই জগতের মাঝের সীমারেখায়। রেখাটি ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ ব্যক্তিটি তার ব্যক্তিটি অধিকার বোধ নিয়ে আছে। যেই মুহূর্তে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের এই অধিকারটি যে করেই হোক ক্ষুইয়ে বসেছেন, রেখাটিও শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তখন অন্তরও বাহিরের মাঝের বিভাজন রেখাটি আর নেই। আছে শুধু মাত্র একটি চেতনা, যার আর কোন বাহ্য অবয়ব নেই। যা পরম চেতনা বা ঈশ্বর চেতনায় মিলে মিশে থাকা একটি সত্তা মাত্র। যে সত্তা একটি অখণ্ড সত্তারই অন্তর্গত যেন তারই ছোট্ট একটি প্রতিরূপ। এ যেন এক সমুদ্র জলেই ভেসে থাকা একটি জলের বিন্দু। বাহ্যত যার কোন অস্তিত্বই যেন নেই-ই। কিন্তু আছে তার পারমাণবিক অস্তিত্ব। সাধারণ জীব দৃষ্টিতে যার অস্তিত্ব টের পাওয়া না গেলেও, এই জীবেরই পারমাত্মিক দৃষ্টিতে তার অস্তিত্ব অনুধাবন করা অসম্ভব নয়।

ঈশ্বরে , ব্যক্তিজীবন ঠিক যেন ঐ মহাসমুদ্রের একটি একটি জলবিন্দু। যে জীবনেরও নির্দিষ্ট অবয়ব আছে, তার নির্দিষ্ট অবয়ব আছে, তার নির্দিষ্ট মন বা মর্জিও আছে। সাধারণ জীবন তার নিজের নির্দিষ্ট মন ও মর্জি নিয়েই মেতে থাকে। কিন্তু জলবিন্দু যেমন এক সমুদ্র জলে একাত্ম হয়ে থাকে, সে রকম ঈশ্বরে একাত্ম হয়ে জীব সাধারণ থাকে না। মানব সভ্যতার শুরুতেই ঋষি জীবনের প্রাথমিক অন্বেষণেই ছিল এই একাত্মতার প্রসঙ্গটি। এটিই সূত্র। এটিই কানেকশন। পাওয়ার স্টেশনের সঙ্গে ইলেকট্রিক বোর্ডর কানেকশন। এটি নিরন্তর অভ্যাসের জিনিস। কুকুরের ল্যাজের মতো স্বভাব বাঁকা একটি জিনিসকে নিরন্তর সোজা রাখার সাধনা এটি। 'আমি কী কিছুই নই? আমি তো অনেক কিছুই'। ব্যক্তি মাত্রই প্রায় প্রত্যেকেই এই ভাবনারই দাসত্বে অভ্যস্ত এক একটি সত্তা। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ভাবনারই চর্চা যাদের ধ্যান-সাধনা। মানবের সমাজে ধর্ম ব্যবস্থার প্রথম প্রয়োজন ছিল, দাসত্বের এই শৃঙ্খলটি থেকে আপামর মানুষকে মুক্ত করে, একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার ভাবনায়। হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স অবস্থার আগে পর্যন্ত মানুষ যা করেছিল, হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স অবস্থার পরবর্তী সময়ে আর মানুষ তার সেই পূর্বাবস্থায় যেতে চায় নি। জীবনরেরই ধারা এটি। যা ক্রমোত্তোরণ। কিন্তু আসল প্রশ্নটি, এই ক্রমোত্তরণ কোন পথে?

চৈতন্যময় সত্তা হিসেবে আমাদের অবস্থান এমন একটি স্থানে, সেটি যেন একটি ঘরের চৌকাঠ। যার একদিকে ঘরের অন্দর, অন্যদিকে বাহির। আমি কোন দিকে যাব? বাহিরে নাকি অন্দরে? যে আমাকে টানে, আমি তার অভিমুখেই যাই। যে টানে না, আমি ক্রমশ ক্রমশ দূরে চলে যাই তার থেকে। যার প্রতি আমার অদম্য টান, আমি তার গভীরে যাব, যার প্রতি আমার কোন টানই নেই, আমি তাকে তফাতে রাখব। তাই অনন্ত বহির্মুখ আমি, যখন হন্যে হয়ে বাহিরে ছুটছি; অন্য এক অন্তর্মুখী আমি, তলিয়ে যাচ্ছি ভিতরে। কিন্তু এই ভিতর-বাহির তো সর্বত্রই আছে। অণুতে আছে, বিভুতে আছে। প্রাণে আছে, পদার্থে আছে। আমি, সে যে আমিই হই, আছি কার ভিতরে বা কার বাহিরে? আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বহির্বিশ্বে যেমন মঙ্গলের মতো গ্রহে পৌঁছে গেছে, তেমনি বস্তুর গভীরে তার কোয়ার্কের ধারণাকেও জ্ঞানত জেনেছে। অন্তর্বিজ্ঞানী ডুবেছে তাঁর অন্তরে। "দু চোখ বুজে কেউ দেখ আঁধার, কেউ দেখে আলো"। যার অন্তর দৃষ্টিটি বোজা, অন্ধের মতো সে হাতড়াচ্ছে নিজেকে। আর যার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে, সে দেখছে নিজেরই ভিতর। তবে নিজেকে দিয়েই হয়েছে তার এই ভিতর দেখার শুরু। পদার্থ বিজ্ঞানী যেমন চলতে থাকেন, ক্রমশ ক্রমশ, আরো আরো পদার্থের গভীরে, আবার বাইরেও, অর্থাৎ তাঁর পারিপার্শ্বিকতারও। তেমনই এই যাওয়াই তখন হয়েছে তার জীবন।

অন্তর্বিজ্ঞানী এই যাওয়াতেই মিলিয়ে যাচ্ছেন প্রথমে নিজের ভিতরে। সেই ভিতরও এক সময় মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁতে, যার ভিতরে তাঁর প্রকৃত অবস্থান। মানুষের সমাজের গাঁথনির মূল উপাদানটি কী? নিঃসন্দেহে হৃদয়বত্তা। অন্যকে আপন করে নেবার আকুতি থেকেই, এক সঙ্গে দীর্ঘ দিন ইচ্ছা থেকেই এসেছে মানুষের পরিবার ভাবনা। অনেক পরিবার একসূত্রে গেঁথে হয়েছে সমাজ। অনেক সমাজ একে অন্যকে মান্যতা দিয়ে, নির্দিষ্ট নিয়ম ও নিয়ম নির্ণায়ককে স্বীকার করে গড়েছে রাজ্য বা দেশ। একই বসুন্ধরা, আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় পৃথিবীতে এই ভাবেই জেগে উঠেছে অসংখ্য দেশ, জাতি। মানুষের ধর্ম ভাবনা এসেছে এর

অনেক পরে। মানুষের জীবনে ধর্ম ভাবনার উদ্ভব পরম সত্যের অন্বেষণ থেকে। কে প্রথম শুরু করেছিলেন এই অন্বেষণ? আমাদের জানা নেই। কারণ তা এক অর্থে লিখিতই নেই কোন গ্রন্থে। তবু সেই মহান দ্রষ্টারই উত্তরসূরী আমরা এ ব্যাপারে আজ আর আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এই ব্যক্তি সাধনই ধীরে ধীরে ক্রমশ স্বীকৃত হয়ে সমাজে। তার প্রকাশ হয়েছে গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে। যা আকার পেয়েছে ধর্মের। ধর্ম ধারণ করে। সবাইকে নয়, তবে অনেককে। যারা সমভাবনার, তাদের এক করে রাখে ধর্ম। যারা সমভাবনার নয়তাদের কিন্তু তা তার বলয়ের যারা আছে নিজের নিজের বিশ্বাস নিয়ে। বিশ্বাস মানে মতাদর্শ। আর এই অজস্র মতাদর্শের ভূমিটি এক পরম ঈশ্বরই। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয় আবার একাই সব। যেন অজস্র, অনন্ত লক্ষ্যের ভূমিটি এই এক ঈশ্বর মহারাজই। কত কত তাঁর আদরের নাম।

ভারতীয় ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও আছে বিভাগ, আছে ঘরের মধ্যে ঘর। শাক্তে আছে, শৈবে আছে, বৈষ্ণবে আছে, বৈদান্তিকে আছে। আবার দল ছাড়ারাও আছে এই বিশ্বেই। যারা ঘোষিত নাস্তিক বা আস্তিক-নাস্তিক কিছুই নয়। তারা কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের রাখতে চান না। কিন্তু তাদেরও আছে নিজস্ব ভাবনা, নিজস্ব ঘর। এখন প্রশ্ন-জাগতিক আইন মেনেই যাদের ঘরের স্বত্ব আছে, তারাও কী তাদের সত্তার চিরাচরিতের মালিক? সবাই জানে, "দুদিন বই তো নয়।" তারপরও দ্বন্দ্ব করে। তারাও কী তাদের সত্তার চিরাচরিতের মালিক? সবাই জানে, "দুদিন বইতো নয়।" তারপরও দ্বন্দ্ব করে। কাড়াকাড়ি, মারামারি করে মানুষ, মাটির জন্য-জলের জন্য-শ্বাস বায়ুর জন্য আর দখল করে জমি, জল, আকাশ। যার কোনোটাই তার নিজের নয়। এ সব তামসিকতার ক্রিয়া, সাধারণ মানুষে করে। আছে রাজসিক লড়াইও। রাজার সঙ্গে রাজার লড়াই। আছে সাত্বিকতার লড়াইও।

লড়াই যেখানেই থাক—লড়াই মানেই অধিকারের জন্য লড়াই। আমার যা চাই-ই, তার জন্য লড়াই। আমার যা আছে তা রক্ষা করার লড়াই। সাধারণ মানুষ লড়াই করে রুটি-ভাত-তরকারির জন্য, একটু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। সর্বত্রই আছে অধিকার অর্জনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। রাজার যে লড়াই তাঁর অধিকার রক্ষায়, সেই লড়াঈয়ের ময়দানই তাঁকে দেয় আরো প্রতিপত্তি, আরো প্রতিপত্তি, আরো সমৃদ্ধি। আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই সাত্বিকেরও কম নেই। এ দ্বন্দ্ব তীর-ধনুক বা ঢাল-তলোয়ার বা গোলা-বারুদ-বন্দুক বা আধুনিক কালের স্কার্ড-মিশাইলের নয়; সে দ্বন্দ্ব, তত্ত্বের। সে দ্বন্দ্ব নিত্য নতুন উদ্ভাবনার। অথচ ঈশ্বর সাধনা কোন লড়াইয়ের সাধনাই নয়। এটি কোন আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনাও নয়। ঈশ্বর সাধনা কাউকে হারিয়ে দিয়ে নিজে জেতার সাধনা নয়। কাউকে জিতিয়ে দেবার সাধনাও ঈশ্বর সাধনা নয়। এটি নিজের সঙ্গে সমস্ত এই সাধনা একটি একটি মানুষের নিজের নিজের। দল বেঁধে ধর্ম হয়। দল বেঁধে আধ্যাত্মিকতার সান হয়? ঈশ্বরোপলব্ধি হয়?

আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সাধনা নিজেকে নিজের পরম সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার, সদা মিলিয়ে রাখার এক নিরন্তর সাধন। এর কোন কমা, কোলন, দাঁড়ি নেই। এটি এক বিশ্ব মানব সমাজের একটি একটি মানবের নিরন্তর ব্যক্তি সাধন। নিভে থাকা একটি একটি আলোর জ্বলে ওঠার সাধনা এটি। যে কোন ব্যক্তি, অন্য ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু ব্যক্তির মৌলিক বহু গুণ, মানুষ মাত্রই মেলে। শুধুই মানুষ নয়, জগতের সমস্ত প্রাণই প্রাণের ধর্মে সবাই সঙ্গে এক। একাত্ম থাকলে এক। স্বতন্ত্র থাকলে সব আলাদা আলাদা। সারা পৃথিবীর সাড়ে সাতশ কোটি মানুষ একে অন্যতে একাত্ম থাকতে পারে তখনই, যখন তারা এক এক জন একক ভাবে মিশে আছে ঈশ্বরতায়, বা ঈশ্বরে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধান্দাবাজি মহাশূন্য ব্যাপি হলেও তা ঈশ্বরের নয়। কারণ তা ঐশ্বরিক ভাবটিকে পাশে সরিয়ে, ঐশ্বরিক গুণগুলিকে আড়ালে রেখে, ঈশ্বরের আইন ব্যতিরেকে হয়।

তবে ব্যক্তি হোক বা বস্তু, সংকীর্ণতায়, ছোট পরিসরে বহু কিছু সীমার বাইরে থেকে যায়। তাতে সমগ্রতার ভাব অধরা থাকে। একটি সমগ্রতার সত্যে আমাদের বাস, আমাদের অবস্থান। সে সমগ্রতা তাঁর সবটা জুড়ে আছে। আমি-তুমি-তারা অর্থাৎ আমরা তাঁরই আশ্রিত। আজ যেখানে আছি, আগামীকাল হয়তো সেখানে থাকব না। সূক্ষ্মে, স্থূলে সর্বত্রই ঠাঁই-নাড়া আমাদের নিয়তি। রাজাধিরাজ হোক, তাঁর মন্ত্রী-সান্ত্রী হোক, ধনী-দরিদ্র, প্রজ্ঞানী বা নিরক্ষর-মূর্খ হোক; ব্যবস্থা সবার জন্যই প্রায় একই। শুধু যা পাহাড় প্রমাণ, তার আবির্ভাবও যেমন দীর্ঘ সাধনায় হয়, তার বিলয়ও হয় দীর্ঘ সময় ধরে। আর যা যৎসামান্য, নিছকই ধুলি—ধুয়ে যায় মুহূর্তেই। এটিই জগতের দস্তুর। পাপী-তাপীও তরে যায়। পঙ্গুও পার হয়ে যায় গিরি। চিরদুঃস্থ-দীনও উদ্বেল হন অন্তর্দেখোর আনন্দে। যে জেনেছে আসল সত্য, রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ হয়েও হয়ে উঠেছেন দেবপ্রতিম-দেবীপ্রতিম, হয়ে উঠেছেন দিব্য ধারায় সোনার মানুষ।

এক ঘর হয়ে আছে আবিশ্ব-চরাচর। যে জানে, সে জানে। যে জানে, সে মানে। যে জানে না, মানে না। জেনেও মানে না, এমনটা সাধারণত হয় না। যদি এমনটা হয়, আসলে তা ভাবের ঘরের বেসাতি। এ সব অজ্ঞানই। অর্থাৎ ঠিকঠাক জানা হয়নি। এক চিলতে সলতে জ্বলে আছে প্রদীপের মুখে—যার নাম জীবন। জ্বলে আছে যতক্ষণ, ততটুকুই সময়। এই এতটুকু সময়ের স্বত্ব নিয়েও তবু হন্যে মানুষ—দিশাহীন—তাড়িতের মত বিঁধে যায় কোথায়—কোথায়। পরিণামে যা সে চায় না, তাই হয়। যে স্বত্ব সে প্রাণ পণ করেও আঁকড়ে থাকতে চায়, সেটিও খোয়ায়। সত্য তখনও ফুটে থাকে তারই স্বরূপে। সে সত্য রূপময়তার। সে সত্য অরূপতার। যে সত্য সর্বজনীন ও সার্বভৌকিকতার।

—ঃঃ—

The Cosmic Mind

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

The Outer Mind :

As the mind of person stands an invisible unnoticed functional entity the entire cosmic system as such operates and acts on similar pattern. The entire nature, wholesome and combined presence of the cosmic elements maintains invisible and beyond all usual notices, the elemental cosmic mind. It is such that an engagement lying within can be thought about. Each cosmic body maintains its own rule of existence and thereby factors into the segments and fragments within. The segments thus look into micro-compositions containing relevant elemental existence that permeates through the habits and nature of each. Invisible, beyond usual perceptive dimensions, certain segments of cosmic reality lie that can be explored with the help of each of the elemental entity based on the parameters or contexts chosen therefrom.

Satyam vrihat ritam ugram.
Dikshash tapoh Brahmmo yajnah.
Prithivi dharayantih saa no bhutasya
Bhavyasyo patno urum lokam Prithivi mah krinotuh. (Ath.V. 12.1.1)

Cosmic truth is larger in dimensions and the scope for life.
The earth as a system produces effective dimensions of material facts.
This as an episode and a fact endorses the factual realities of work.
As the factors of life produces evidences for the emergence of individuals.
The flow of thoughts, actions and incidents in the world talk about truth.
The empirical dimension of truth deluges into the eternal dimensions.
When it happens, the caring, compassionate, and concerning the world opens.
The world as such would converse to the dynamism of truth in the world.

Cosmic truth is revealed mostly before human understanding, either in its usual methods or making specific approaches across each of these in certain contexts. As such, each cosmic entity possesses its own pattern to trash into the overall scenario and either prove to be creative - contributive - cooperative or destructive. The impulse that goes around is the call of the micro or nano moments to get into emerging, dimension of reality in effective terms and ways. It makes things appear unique, act and behave unique and at the same time maintain the connectivity in the context of the world.

Ausambadham badhyatae manabanam.
Yasyam uddhatam prabatah samam bahu.
Nanaviryam oushadhiyam bibharti Prithivi.
Nah Prathatam radhyatam nah. (Ath.V. 12.1.2)

The vastness of Earth's resources creates abundance in things.
Among the various factors of the growth and its maintenance over time.
It regains the factors of life and provides to all the various dimensions.
Human world as such factors into the causative elements of life.
The kingdom of plants receives the support and nurture from Mother Earth.
In the splendid factual movement of the emergent dimensions of life as such.
Powers of functioning and energy of life would be in a way deeply absorptive.
Among others, the spread of strength across would focus on its real expressions.

The world system also reveals a pattern in its exposed behavior. It is the factor that stimulates individual life's journey through. Each life as a conscious entity. The flower of consciousness flavors its worth across multiple points. Each life may be constructed as a point and thus each life finds ways and reasons to connect with the other. The ways of one gets focused across the others and creates connect. Medium to connect, many a times, stands visible and known open, whereas there stand other cases and areas where it remains invisible.

Earth Mind :

Human mind, an invisible sense void spreads throughout the entire body and gets connected with all the organs of human body. It connects down to each cell. Whenever mind as an invisible force connects with cell within the organ cellular activity gets streamlined and stimulated in accordance. Mind remains a driving force behind all such activities. Mind's touch makes the activity in the particular way of the central wish of the conscious entity. At times, the central wish gets deluged in the biological functionalities of the mind. The wish carried down the opponents in its own ways.

Yashyam samudrah utah sindhuh aupi.
Yashyam annam krishtayah sambabhubuh.
Yashyam idam jinvatih pranat ejatah.
Sa no bhumih purvah peyae dadhatu. (Ath. V. 12-1-3)

This mother earth contains the seas infinite in its expanse.
It has the immense contents of water that nourishes lives.
People across have the liberty to spread in through feature of nature.
The mother earth has provided the basis of cosmic fertility to produce
Food grains and the proper mechanisms for the sustenance of lives.
The factors of lives would forge into the elemental consciousness.
Among the aspects of human functions, the mother earth focuses on all.
The factors of immortality would spread into elements of life.

The internal connect of mind is processed through the entire nervous system of the body. Nerve neurons of the brain process the message after having made it structured through the functional organs for the same. Therefore, the functional activities related to speech do close up with the stimulus response system tuned to speech in the manner the wish-induced it to happen. Similar is the case with vision, hearing, taste, feel and actions. Functional biological activities as such start with the inputs and gets coordinated by the inputs from the mind to make things happen in the best possible manner. Coordination among actions by many departments do happen with the factors of cosmic connect and that of mental connect. Consciousness of the person gets revealed through the entire entity in such a way that it would make things happen.

Yashyah chatasrah pradishah prithibya.
Yashyam annam krishtayah sambabhubuh.
Ya bibharti vahudha prapat ejat.
Sa no bhumih goushu aupi annae dadhatu. (Ath.V. 12-1-4)

Mother Earth has created a wide variety of things.
On the surface, she has created immense potentials to perpetuate.
Sources of all elements of food and sustenance has been there.
Natural resources containing immense source of water spreads.
All directions have nurtured the factors of life that have grown.
In the process of advancement on time and space, factors of life expand.

Vital force is maintained through the touch of Mother in gentle air.
The cosmic functions thus provide inputs for all lives on Mother Earth.

The individual mind thus acts by and through different organs to see that the biological system attains its own autonomy in a way where the functional aspect of mind widens and spreads through the spheres of happiness. Nervous system stimulates the vascular system as well to reach out to each corner and element of human activity as design of the person's attainment. In most of the cases, thus it happens that each impulse would find its culmination in the granular end point which could be a cell or a part of the cell. Thus the cellular activity gets support from the point to embrace two factors the flow through nerve neuron and that through the vascular capillaries in that particular way to fulfill the objective function of the same input or message. As such each cell gets across the message from the intrinsic mind and the cosmic mind either at a fine covering both or at discrete moments in the journey of the cellular activities. The activities as such would merge into the pool of psychophysical set of activities within biological limits of the human person.

Mind Emergence :

Human action thus makes inroad in the world as it is constrained or stimulated by the specific focus of things in the whole factors of behavioral and functional works of life. Mind has the focus to every such function of life in a way that forms an agenda of life. Autonomous function of life through stimulus response system also happens thus in a way of its occurrence or repeat of occurrences formed into the habit of a person in its own way. Thus, the functional aspects of human mind induce certain series of connects with the global system, which would then fulfill the overall global agenda in the manner of its occurrence at that point.

Viswambhara basudhani pratistha.
Hiranyavaksha jagato nibeshanih.
Vaishvanaram bibhrati bhumih aughim.
Indra rishabha drabino no dadhatu. (Ath. V. 12-1-6)

The mother earth with her cosmic mind embraces all.
Creatures of all kind- large, small or different forms in life.
The trees, plants and other lives enjoy the great pleasure.
Sustenance of each is created through factors of connections.
She breeds pleasure and happiness for all and enhance their reach.
She gives forth not only the energy to germinate but to grow.
She offers a required energy in the form of the power of agni in life.
The mother earth spreads the message of victory and poise everywhere.

The flow of life and things in the world occurs through the imperatives of the global system. The ocean has its oceanic mind, the forest, a forest mind, the desert has its desert mind and island has the islandic mind. Down in the human context, it can be noticed that profession or specific functional inputs have its own impacts on the system of the person. Thus, a learner develops the learner's mind, a teacher- teacher's mind, a navigator, that of the mind, focus of navigation, a spiritual person makes into the spirit driven activities. A sailor's mind can read the perspective of the water body sailing through, a sports person thinks in terms of the sports activities and construct to that through all such biological activities. The markets behave in such a pattern as it has an overall mind which may be identified as the market mind in the contextual place and time.

Yam rakshanti ausvapra viswadani
Deva bhumim prithibim aupramadam.

Sa no madhu priyam duham.
Authou ukshatu varchasa. (Ath. V. 12-1-7)
The ideal forces with goodness in life gets the permanence.
Mother Earth nurtures all forces with the forces of life.
Sustenance gets provided by different elements of nature.
Call for the true seed transformed into the vital force in life.
It's the factor that supports in the entire spectrum of things.
Mother Earth offers the honey of sweetness in living life on her.
The arrangements as such spreads everywhere.

The earth brings forth the cosmic vital force in life for all. It may happen that in the passage of life, some people develop the understanding of the same in a short period. There would be a large number of people who will have to wait for long or very long period of time to have the same understanding. However, many would find the situation of not at all getting a force of the same or have some kind of antagonistic mindset developed for the same. Whatever be the situation with respect to this understanding the underlying truth that has been mentioned remains the same in all contexts of time space or combination of situations. In this way, the cosmic mind remains unnoticed.

Invocating the Cosmic Mind:

The cosmic mind thus functions in the midst of a large number of humans who may even have a singular or collective denial of the existence of the cosmic mind and thereby the cosmic consciousness. The urge to keep in touch with the cosmic system generates in the mind when there is a clear understanding about the comprehensive identity of the cosmic system and its role in the focus of the varieties of functionalities of life and the role of perceived remote role of the overall cosmic system. As a plant grows in the midst of light, air and receives support from water beneath and the outpour from the sky, the human entities keep on receiving such supports from those and many other sources as arranged by nature.

Yah tae prana priya tanuh
Yah tae pranah Preyasi.
Autho yat bhesajam tava
Tasya nah dhehi jivasae. (Ath. V. 11-4-9)

The cosmic endowment to humans begins with the gift of life.
The power of existence comes from the presence of vital.
The cosmic air awards soul with the power to breathe.
The earth consciousness glows in the presence of lives.
Diverse is the forms of lives, diverse even the features of each.
Cosmic providence of the power of vital makes people grow.
It has the essential elements of lives that live in poise.
Conscious choice of the factors of life is presented by vitals.

Cosmic Consciousness works on the principle of harm free supportive existence. It serves the entire nature earth with the same spirit and contributes to lives of all kinds in its progressive coexistence. If any of the entities lose all supports from all around, even then the cosmic soul extends power of life energy to sustain and the perpetual strength to grow fabulous. The cosmic support stands so remote that in order to understand it, one has to have the power of penetrative

probe and discover the truth through that process. Any entity thereby can reach out to the realization of it provided such endeavor is appropriate and gets the support of the nature in all situations.

Pranam ahuh matarishvanam
Vatoh iha pranah uchyatae
Pranae iha bhutam bhabyam cha.
Prano sarvam pratishthitam. (Ath. V. 11-4-15)

The vital force of humans comprises of the life energy.
Air of the universe spreads across for the emergence of all.
Human world thus makes the headway into the vibrations of life.
On the right flow of the force takes up the passage of things.
In the right focus of the stream of lives the elements connect
with each of the other elements in the focus of life on earth.
Vital of the humans provided by the nature requires continuity.
Every life all activities are based on the cosmic support of nature.

However, human capacity is also huge. Human mind may think of its own power as the ultimate and work on the entire thing and identify the right ones in life to put emphasis on. Human energy properly garnered and coordinated may yield something beyond the perception or even imagination. As such, all factors of growth and emergence converge to the efforts of the person to grow bigger or better. It is in this way that human energy can work without any cosmic support from around. If, however, the cosmic support is there it will have the focus for making of emergence the associate to life. As such, life would then become constrained by the understanding and the deeper realization of the space and time traveling the cosmic design. The travel of the space and time may again factor into the purpose-oriented call for emergence of a new life. The cosmic consciousness thereby does not wait to have its own travel on space and time. This way the supreme energy gets into the design of the human thoughts and expectations. It is then advisable to have faith in the entire spectrum of the origin and spread of the cosmic consciousness leading to transcendental realization.

Human consciousness has the power to make life magnanimous. It remains to see that the conscious entity can garner the spirit of development on lines of consciousness. The feel that each human person can have the functional ability to get the inner potentials get unfold in a way that contains the basis of the growth of potential in the personal domain. In the process of its exploring the same through intrinsic contents and then grow on the same lines of the total outspread of the factors remaining dormant so far. Consciousness tuned to the spirit of divinity brings in the factors of the growth while maintaining the elemental values contained in that. In the event of the persons having gone forward with the elemental divine values would get construed to the factors of life in the context of conscious endeavours to recover the elements of goodness having supported the process of life aligned to values.

Yada prano aubhya varshid
Barshan prithivim mahim
Oushadhayah pra jayantae
Autho yah kamkha cha birudhah. (Ath. V. 11-04-17)

The earthly vital gets drenched in the water of rains.
Across the span of time, it operates in the usual ways.
Vital gets awakened with the germinating powers
Supported by the fluid of life, the greens spread in its forms.

Whatever be the causative factors in the span of its presence.
It develops in the right proportions across bushes alive.
The factors of growth realized that we have to culminate.
Assurance of the elements of life works out to succeed.

Earth consciousness breeds into the human consciousness through various factors that helps the process of life and the process of growth for individuals and groups of persons in the given context for them. Non-acceptance of the values of the human persons in this context may give rise to the new dimensions of the lives lived through the formative attributive world in the new dimensions.

Yatha pranah balihatah
Tuvyam sarvah praja imah.
Eva tasmai balim haran
Yah tva shrinuvat sushraban. (Ath. V. 11-04-19)

The life force works on the spot of life's factors of growth.
Knowledge of the same works out to be the input to expand.
Cosmic vital develops into the fragments of the self in life.
Elements and fragments would get into the focus of life.
The wise life considers cosmic presence as the endowment's
That has intuitive presence in the gamut of things on earth
As such that flow of force works out to be sole focus of life.
The cosmic offer gets recognized in the light of the other.

Life on the surface of the nature earth tries to follow a particular pattern. If anyone notices the patterns of behavior in a series of things spread over a long spectrum, it actually connects its effects with that stream of life in the sphere of the notion in a way that connects one with the other. It is in this way that each of the categories of the lives lived mix into the flow of life in the manner. Each species of has its own particular pattern in the process. The spectrum of the life thus begets a situation which may communicate certain essential message to the connected soul.

Animals in the deep forest have their ways to behave and get into the factors of appropriate segments of consciousness. The focus of life in the context of forest has a particular pattern. This pattern is such that maintains and enhances a definite way to coordinate within and across. In this way the animals have their own method to communicate among them in the way and manner they understand mostly. As such the environment of the forest is created by each as that of the own living common to the context.

Conscious Mind:

As in the case of the animals, the forest plants do convey the same. It is as such the rhythm of trees would constrain into the basis of the rhythm. It is that element in the process, such an element has the penetration into the factor of the continuing life factors would expand into the framework of lives. The trees of the forest would echo their spirit into the identified parameters of segment of the global life. As such the unuttered rhythm features through various parameters of the flow of life. In the process, the urge of life to get into the most revealing element of choice that begets the internal consciousness. In such a context, elements belonging to other categories would thus make into the depth of understanding of each. The forest trees discover their initial factor into the habits of living. This makes into a pattern that attempts to discover the realm of the flow of communication in nature. Cosmic mind germinates in the devotee immersed into Gods spirit.

—o—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st September 2026
Bhadra–1433
Vol. 24. No. 5

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.